NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগে বরানগরে ধৃত তৃণমূল নেতা-সহ ছয়

রাস্তায় নমাজে রাশ, মমতার নির্দেশে আদালতে যাচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৩

কলকাতা ২৪ মে ২০২৬ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.05.2026, Vol.19, Issue No. 341, 8 Pages, Price 3.00

জুলাই থেকেই রাজ্যে কার্যকর আয়ুষ্মান ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বরফ গলিয়ে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের বড়সড় রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, জুলাই মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসাথীর ৬ কোটির বেশি উপভোক্তাকে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

রাজ্যের যে ৬ কোটি মানুষ মমতার সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পেতেন, তাঁদের এ বার কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া নতুন করেও আবেদন করা যাবে স্বাস্থ্যবিমার জন্য। ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তকে পাশে বসিয়ে প্রথমেই তিনি তোপ দাগেন পূর্বতন রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আগের সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা তো করেইনি, শুধু বিরোধিতাই করেছে। যার ফলে কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন।’ তিনি জানান, যে সুবিধা অন্যান্য রাজ্য পেয়েছে, সেগুলো পশ্চিমবঙ্গ পায়নি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার ভারত সরকারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্পের রিভিউ করেছে। সেই মোতাবেক বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য নির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে তাঁর সরকার। তাঁর কথায়, ‘পশ্চিমবঙ্গের হেল্‌থ সেক্টরে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনছি আমরা।’

তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ‘আয়ুষ্মান ভারতে এনরোলমেন্টের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, জুলাইয়ের মধ্যে আমরা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দিতে পারব। গোটা ভারতে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। আমরা আশা করছি, স্বাস্থ্যসাথীর সঙ্গে যুক্ত এমন ৬ কোটিরও বেশি কার্ড হোল্ডারকে এখনই আয়ুষ্মান ভারতে নিয়ে যেতে পারব। পরে আরও মানুষ যুক্ত হতে পারবেন।’

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন করে আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চান যাঁরা এবং স্বাস্থ্যসাথীর সঙ্গে এত দিন যুক্ত হননি, এমন নাগরিকও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন। তিনি বলেন, ‘আমরা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের এগ্রিমেন্ট দিল্লিতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী, আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটা করব। প্রায় ১ কোটি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা যাঁরা অন্য রাজ্যে আছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই সুবিধা পাবেন।’

সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রিভেন্টিভ ভ্যাকসিনাইজেশনও শুরু হবে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে দেশব্যাপী এই সুবিধা চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সাত লক্ষের বেশি ডোজ দিতে চায় ভারত সরকার। শুভেন্দু বলেন, ‘১৪ থেকে ১৫ বছরের বালিকাদের এই ডোজ দিতে পারি আমরা। আগামী ৩০ মে থেকে। বিধাননগর সাব-ডিভিশন হাসপাতালে সে দিন আমি নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রকল্প শুরু করব। ৩০ তারিখেই টিবি-মুক্ত ভারতের ওয়ার্কশপ শুরু হবে রাজ্যে।’

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। তার প্রভাব পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবায়। সেই পরিস্থিতি বদলাতেই এবার যৌথ উদ্যোগে একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলেও জানান তিনি।

স্বাস্থ্য খাতে পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দিয়েছে সরকার। বর্তমানে রাজ্যে ১১৭টি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধী কেন্দ্র চালু রয়েছে। তা বাড়িয়ে ৪৬৯টি করার প্রস্তাব কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এতে সাধারণ মানুষের ওষুধের খরচ প্রায় ১০ গুণ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

পাশাপাশি তিনি স্বীকার করেন, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুহার, কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য খাতে নিয়োগ, সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের থেকে পিছিয়ে। বর্তমানে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদের তুলনায় নিয়োগ মাত্র ৫৩ শতাংশ হয়েছে বলেও জানান তিনি। আগামী তিন মাসে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুর আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, চলতি অর্থবর্ষে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২১০৩ কোটি টাকা এবং আয়ুষ্মান ভারতের জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি টাকা রাজ্যের অ্যাকাউন্টে এসেছে বলেও দাবি তাঁর।

একই সঙ্গে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আসানসোলে মেডিক্যাল কলেজ গড়ার প্রস্তাব কেন্দ্রকে পাঠানো হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির প্রস্তাবও কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর কথা বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

- ■ স্বাস্থ্যসাথীর ৬ কোটির বেশি উপভোক্তাকে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনা হচ্ছে।
- ■ আয়ুষ্মান ভারতের জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ■ ইতিমধ্যে রাজ্যের অ্যাকাডন্টে এসেছে ৫০০ কোটি।
- ■ অন্য রাজ্যে থাকা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবেন।
- ■ স্বাস্থ্যখাতে পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪৬৯টি জন ঔষধী কেন্দ্র চালুর প্রস্তাব।
- ■ ১৪-১৫ বছরের বালিকাদের সার্ভাইক্যাল ক্যানসার রোধে টিকাকরণ।

শূন্যপদ পূরণে তৎপর নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে তৎপর নবান্ন। অর্থ দপ্তরের জারি করা এক নির্দেশিকায় ৩ জুনের মধ্যে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরকে শূন্যপদের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। যাতে, দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে থাকা পদগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিকে আলাদা করে শূন্যপদের হিসাব দিতে হবে। রিপোর্টে ১ মে ২০২৬ পর্যন্ত শূন্যপদের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করতে হবে। সরাসরি নিয়োগের জন্য যে পদগুলি প্রস্তাব করা হবে, তার পক্ষে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও দিতে হবে। অর্থ দপ্তর আরও জানিয়েছে, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট বা নোডাল অফিসারের অফিসিয়াল ই-মেল থেকেই রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই নির্দেশে স্পষ্ট যে রাজ্য সরকার শূন্যপদ পূরণে গতি বাড়াতে চাইছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরে বহু পদ ফাঁকা পড়ে থাকার কারণে পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চেয়ে নিয়োগের রূপরেখা চূড়ান্ত করার পথ খুলল নবান্ন।

বড় বদল আসতে চলেছে রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। সেই সব মামলা এখনও বিচারাধীন। ধরপাকড় চলছে এখনও। ক্ষমতায় এসেই স্বচ্ছ নিয়োগের উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুরনো প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। শনিবার শিয়ালদহে রোজগার মেলায় যোগ দিয়ে সেই প্রক্রিয়া বদলের কথাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বক্তব্যের শুরুতেই দুর্নীতি নিয়ে পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করেন শুভেন্দু। বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ নিয়ে অনেক বদনাম হয়েছে। শিক্ষা থেকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।’ এরপরই নিয়োগে স্বচ্ছতার উপর জোর দিতে সংস্কারের কথা বলেন শুভেন্দু। মৌখিক পরীক্ষার স্কোর থেকে ওএমআর পদ্ধতি বদলের কথা বলেন তিনি।

শুভেন্দু জানান, তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পেরেছেন, ওএমআর শিটে পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই ওএ কার্বন কপিও জমা দিয়ে দিতে হয়। এরপর থেকে ওই ওএমআর কপি পরীক্ষার্থীরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন বলে ঘোষণা করলেন শুভেন্দু। পরীক্ষার্থীদের হাতে থাকবে আনসার শিটের কার্বন কপি।

ওরাল বা ভাইবা পরীক্ষায় ধার্য নম্বর কম হবে বলেও এদিন জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু। ওরাল পরীক্ষায় দুর্নীতির সম্ভাবনা বেশি থাকে বলেই মনে করা হয়। তাই সেই ক্ষেত্রে নম্বর কমানোর কথা বলেছেন শুভেন্দু। এছাড়া ওয়েবসাইটে সেই স্কোর দেওয়ার কথাও বলেছেন। শুভেন্দু বলেন, ‘হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে আর নিয়োগ হবে না।’ মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও অভিযোগ করেন এতদিন কেন্দ্রের পরীক্ষাও রাজ্যে হতে দেওয়া হত না। প্রধানমন্ত্রীর আদর্শকে সামনে রেখেই কেন্দ্রীয় সরকারের আদলেই রাজ্য সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শিক্ষক, পুরসভা, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, সব নিয়োগেই দুর্নীতির ছাপ। কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অভিজ্ঞতা রাজ্যের বিপুল ক্ষতি করেছে। তাঁর মতে, নিয়োগ প্রক্রিয়া দূষিত হওয়ায় রেলের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-সীমান্ত শাখাও বাংলায় পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে পরীক্ষার্থীদের ভিন রাজ্যে ছুটতে হত। এই লজ্জা থেকে বঙ্গভূমিকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে হওয়া রোজগার মেলাকে তিনি ‘দৃষ্টান্ত’ বলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, চাইলে নীরবে নিয়োগ দেওয়া যেত। কিন্তু প্রকাশ্যে মেলার মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হল, যারা প্রক্রিয়া কলুষিত করেছে তারাও শিখবে।

তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নভঙ্গের কথাও উঠে এল বক্তৃতায়। অভিভাবকরা সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন চাকরির আশায়। সেই আশা গত কয়েক বছরে ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। আশ্বাস দিলেন, নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণে কেন্দ্র হাত বাড়িয়েছে। তৃণমূল আমলের শিক্ষক, প্রাথমিক ও পুর নিয়োগ কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বোঝালেন, পুরনো পাপের দাগ মুছতে এখন স্বচ্ছতাই একমাত্র পথ।

সেবাতীর্থে মোদী-রুবিয়ো বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানালেন আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। শনিবার দুপুরেই কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছন তিনি। রাজধানীতে নেমে সেবাতীর্থে মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন রুবিয়ো। এক ঘণ্টার বেশি বৈঠক হয় দুই রাষ্ট্রনেতার। বৈঠক শেষে এক্স পোস্ট করে মোদী জানান কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রুবিয়োর সঙ্গে।

পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কটের আবহে রুবিয়োর ভারত সফরের কূটনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। ভারত বরাবর আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় সমস্যার সমাধান এবং শান্তি স্থাপনের পক্ষে কথা বলেছে। হরমুজ প্রণালীতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি বলেও বার বার দাবি জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

শনিবার চার দিনের ভারত সফরে এসেছেন রুবিয়ো। সুইডেনে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে সোজা আসেন কলকাতায়। সেখানে একাধিক কর্মসূচি সেরে দুপুরেই দিল্লি উড়ে যান মার্কিন বিদেশসচিব। দিল্লি নেমেই তাঁর কনভয় চলে যায় সেবাতীর্থে। মোদী এক্স পোস্টে লেখেন, ‘আমরা ভারত ও আমেরিকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। শুধু তা-ই নয়, আলোচনায় উঠে এসেছে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলিও।’

রুবিয়োর এই সফরকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে বর্ণনা করেছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। তিনি জানান, এই সফর কোনও সম্পর্ক মেরামতের উদ্দেশ্যে নয়। বরং দুই বিশ্বস্ত অংশীদারের মধ্যে যোগাযোগের প্রতিফলন। তিনি এ-ও জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন। আসন্ন কোয়াড সম্মেলন নিয়েও আশাবাদী সার্জিও। তিনি জানান, ওই সম্মেলনে অনেক কিছু আলোচনার আছে। আশা করা যায়, ইতিবাচক ফলাফল বেরোবে। মোদীর ‘দূরদৃষ্টির’ প্রশংসাও করেছেন সার্জিও।

ইদে ১ দিন ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকরি ইদ উপলক্ষে দু’দিনের পরিবর্তে এক দিন ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এর আগে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বকরি ইদের জন্য দু’দিন ছুটি দিয়েছিল সরকার। নতুন সরকার সেই বিজ্ঞপ্তিতে কিছুটা পরিবর্তন করেছে। নবান্ন জানিয়েছে, ইদ পালনের দিন বদলে যাওয়ায় ছুটির দিনও বদলানো হয়েছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘২০২৫ সালের ২৭ নভেম্বর রাজ্য সরকারের তরফে ছুটি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তাতে ২০২৬ সালের ২৬ এবং ২৭ মে (মঙ্গলবার এবং বুধবার) বকরি ইদ উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৮ মে বকরি ইদ পালন করা হবে। তাই আগের বিজ্ঞপ্তিতে কিছুটা সংশোধন করা হচ্ছে। বকরি ইদ উপলক্ষে ২৮ মে ছুটি থাকবে। তার আগের দু’দিনের ঘোষিত ছুটি বাতিল করা হচ্ছে। ওই দু’দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার এবং বুধবার সাধারণ কাজের দিন হিসাবেই গণ্য হবে।’ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহকারী মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রের তরফে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

পুরপ্রধান পারিষদের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুরপ্রধান পারিষদ (সিআইসি) সঞ্জয় দাসের রহস্যমৃত্যু। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। শনিবার ভোররাতে নিজের ঘর থেকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই অনুমান করা হচ্ছে। এই ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে ঘরের ভিতরে ঢুকে তাঁরা সঞ্জয় দাসকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে। সঞ্জয় দাস ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার দাপুটে নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি একাধিক দুর্নীতির মামলায় দেবরাজ চক্রবর্তী নাম সামনে এসেছে। সেই আবহেই সঞ্জয় দাসের মৃত্যুকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক দিন ধরে তাঁকে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। খুব বেশি কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বলছিলেন না বলে জানিয়েছেন পরিচিতদের একাংশ। যদিও তাঁর পরিবারের তরফে এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরও ৭দিন অস্বস্তিকর গরম দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে যখন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভাসছে তখন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে চরম অস্বস্তিকর গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় প্রাণান্তকর অবস্থা মানুষের। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরমই সহ্য করতে হবে। চার-পাঁচ দিন পর থেকে দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার আশা করছেন আবহাওয়াবিদরা। সঙ্গে এও জানাচ্ছেন, দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বরাতে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে কমতে পারে তাপমাত্রা। অন্যদিকে, বুধবারের পর থেকে উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলেই জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বর্তমানে ওডিশায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর প্রদেশ থেকে এই ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও, দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। গরম ও অস্বস্তি বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। ফিল লাইক টেম্পারেচার অনেকটা বেশি অনুভূত হবে। অর্থাৎ যা তাপমাত্রা, তার তুলনায় অনেক বেশি গরম অনুভূত হবে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি পশ্চিমের জেলাগুলিতে বেশি থাকবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

পাশাপাশি শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া সম্পর্কে জানিয়েছে, আগামী সাত দিন রাজ্যজুড়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন আবহাওয়াবিদেরা।

আজ ফলতার ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চব্বিশের প্রহর গোণা শেষ। আজ , ২৪ শে মে জানা যাবে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগ্য। তবে এই নির্বাচনী লড়াই কেবল ইভিএমের বোতাম টেপার গণিত নয়, এটি ফলতার রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক বড় পরীক্ষা। অতীতে এই ফলতা দেখেছে জাহাঙ্গিরের একছত্র আধিপত্য, যেখানে ভোট লুট আর ভয়-সন্ত্রাসের পরিবেশই ছিল দস্তুর। বুথের বাইরে বোমার শধ আর ভেতরে ত্রাসের রাজত্বে আমজনতার গণতান্ত্রিক অধিকার বারবার বন্দি হয়েছে শাসকের রক্তচক্ষুর কাছে।

গত ২৯শে এপ্রিলের প্রথম দফার ভোটও সেই চেনা পথেই হেঁটেছিল। ব্যালট ইউনিটের বোতামে সেলোটেপ লাগিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার যে সুচতুর কারচুপি দেখা গিয়েছিল, তা ছিল পুরনো অন্ধকার সংস্কৃতিরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু গণতন্ত্রের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখনই ঘুরে দাঁড়ানোর পালা শুরু হয়। নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন হস্তক্ষেপে সেই প্রহসনের ভোট বাতিল হয়।

গত ২১শে মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই জনপদ সাক্ষী থাকল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহের। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে, বুলেটের ভয় অগ্রাহ্য করে মানুষ বুথমুখী হয়েছেন। কোনো দলের তর্জনী বা জাহাঙ্গিরের বাহিনীর হুঙ্কার নয়, বরং নির্ভয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার এই যে স্বাধীনতা, এটাই এবারের ফলতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অতীতের সন্ত্রাসকে ধুয়েমুছে দিয়ে যে ভয়হীন নির্বাচন এবার সম্পন্ন হলো, তার প্রতিফলন আগামীকালের ফলাফলে দেখা যাবে। সাধারণ মানুষ কি অতীতের ত্রাসের শাসনকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করল, নাকি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হলো;তার উত্তর মিলবে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

পাত্রী চাই

W.B. মাহিষ্য FAIR 27Y 5.5" মাধ্যমিক ITI (ELEC.) পশ্চিম মেদিনীপুর। ₹ 30,000/- (PVT.) HYDERABAD.
(WIDOW & DIVEROCY NA.)
M- 9875519057.

Change of Name

I, **BIJOY SINGH** S/o Late Durga Prasad Singh, residing at Khairachati, P.O.- Salua, P.S.- Kharagpur (L) Dist. -Paschim Medinipur, Pin- 721145, W.B., shall henceforth be known as **VIJAY KUMAR SINGH** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 678, dated 12/01/2026. **BIJOY SINGH** and **VIJAY KUMAR SINGH** both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল (১) সঞ্জয় ঘোষ (২) বিকাশ ঘোষ উভয়ের পিতা মৃত বিভাস ঘোষ, সাং- ঘোষ কলোনী, পোস্ট- নন্দী ঘাট, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫, গত ইংরাজী ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জেলা নদীয়া A.D.S.R Ranaghat-1 নং অফিস হইতে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৫৭ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে বিক্রেতা (১) নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পিতা- উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং- মোসাবানী, পোস্ট ও থানা- মোসাবানী, জেলা- সিংভূম, রাজ্য- ঝাড়খন্ড (২) অরবিন্দ চক্রবর্তী (৩) কানাইলাল চক্রবর্তী (৪) প্রশান্ত চক্রবর্তী সর্ব পিতা- উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সর্ব সাং- পুরানো গোপালপুর, পোঃ- প্রীতিনগর, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৭ (৫) হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পিতা- উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাং- সিদ্ধান্তপাড়া, পোস্ট + থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, (৬) ইলারানী মুখার্জী, স্বামী- রবীন্দ্র কুমার মুখার্জী, সাং- নাটাগড় পঞ্চাননতলা, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দা, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা। সকলের পক্ষে বিগত ইংরাজী ২৫/০৪/২০০৭ তারিখে রাণাঘাট সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৪ নং বহির ৭১ নং আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং- (৭) অরুণ চক্রবর্তী, পিতা- উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাং- সিদ্ধান্তপাড়া, পোঃ ও থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১। জেলা নদীয়া থানা রাণাঘাট এ.ডি.এস.আর. রাণাঘাট-১ নং অফিসে দাখিল, ১৪৭ নং গোপালপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত R.S ও LR দাগ- ১৬০, ১৬৭, RS খতিয়ান ৯৪৭, ৯০৬, LR খতিয়ান নং- ৯৫৫, ৫৭৭, ৯১, ১১৩২, মোট (২২.২৭৫+১২.৩৭৫) শতক জমি ক্রয় করে। উক্ত সম্পত্তিটি জেলা নদীয়া বি.এল. ও এল.আর.ও রাণাঘাট- ০১ নং অফিস হইতে ক্রেতা দ্বয় নিজ নামে নামপত্তন করিবেন। যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. ও এল.আর.ও রাণাঘাট- ১ নং অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দাখিল করুন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী আমি, শ্রী শম্ভুনাথ সাহা পিতা-মৃত নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা, সাং- রানাঘাট রবীন্দ্র সরনী, ডাকঘর ও থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১২০১ পক্ষে বিগত ইংরেজি 08/03/2019 তারিখে IV-41/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, শ্রীমতী শ্যামলী হালদার স্বামী- শ্রী বিজয় হালদার, সাং- হালালপুর পশ্চিমপাড়া, ডাকঘর- হালালপুর, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১২০২। <u>তপশীল</u> রঘুনাথপুর হিজুলী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্ভুক্ত ১২ নম্বর হালালপুর কৃষ্ণপুর মৌজার আর.এস নং ৭৮৫ ও ৭৮৬, এল.আর.এস নং ৩৪৭, খতিয়ান আর.এস ও এল. আর. এস নং ২১৩, পরিমাণ ০১.৩৯ কাঠা জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট-II B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪শে মে। ৯ই জ্যৈষ্ঠ। রবি বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল এর বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শনিবার কলকাতার শিয়ালদহর ডাক্তার বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে ১৯ তম রোজগার মেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর।

দেবরাজ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সম্রাট বড়ুয়া গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর 'ঘনিষ্ঠ' এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সম্রাট বড়ুয়া নামের ওই নেতা বিধাননগর পুরনিগমের ছ'নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। বাগুইআটি থানার পুলিশ সম্রাটকে গ্রেপ্তার করেছে। সম্রাট দেবরাজের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই জানেন এলাকার বাসিন্দারা। সঙ্গে অদিতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। সমাজমাধ্যমে অদিতি এবং দেবরাজের সঙ্গে নানা সময়ে নানা ছবি পোস্ট করেছেন সম্রাট। অনেক অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। দেবরাজদের 'ঘনিষ্ঠ' হওয়ায় এলাকায় তাঁর প্রভাব ছিল খুব স্বাভাবিক ভাবেই।

এদিকে সম্প্রতি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি। পুরনিয়োগ মামলাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বসুকে। তার মধ্যে তোলাবাজির অভিযোগে সম্রাটের গ্রেপ্তারি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়, একসময় সাধারণ সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা

সম্রাটের উত্থান হয়েছিল উল্কার গতিতে। দেবরাজ চক্রবর্তীর ছত্রছায়ায় আসার পরেই তাঁর রাজনৈতিক জমি শক্ত হয়। গত পুর নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হন তিনি। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছনোর পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক তোলাবাজি এবং জমি দখলদারির অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

অবশেষে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতেই পুলিশি তৎপরতা বাড়ল। পুলিশ সূত্রে খবর, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই সম্রাটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাত্র তিনদিন আগেই দেবরাজের আরও এক ছায়াসঙ্গী অমিত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক প্রোমোটারকে মারধর ও তোলাবাজির অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবার পুলিশের জালে জড়ালেন সম্রাটও।

বিধাননগর পুরনিগমে যেন গ্রেপ্তারির হিড়িক লেগেছে। সম্রাটের আগে আরও তিন কাউন্সিলরকে বিভিন্ন অভিযোগে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশোভন মণ্ডল এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দার

সম্রাটের গ্রেপ্তারির পর স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি প্রথম থেকেই দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে সরব। সম্রাটের গ্রেপ্তারির পর তিনি জানান, 'এইসব সঙ্গীরা আসলে চুনোপুঁটি। তোলাবাজির আসল মাথা হলেন খোদ দেবরাজ চক্রবর্তী। আর দেবরাজ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।' বিজেপি বিধায়কের দাবি, খুব শীঘ্রই দেবরাজও পুলিশের জালে ধরা পড়বেন।

ফাঁকা মাঠে কংগ্রেস, ২১ জুলাইয়ের দখল নিতে শহিদ মিনারে ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পালাবদলের ধাক্কায় তৃণমূল কোণঠাসা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরবন্দি, সেনাপতি অভিষেকের দেখা নেই। দলের ভিতরে দিশাহীনতা, বাইরে নীরবতা। এই শূন্যতাকেই সুযোগ হিসেবে তুলে নিল প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানিয়ে দিলেন, এবার ২১ জুলাই পালিত হবে ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের মিছিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছিল ১৩ জনের। সেই শোক থেকেই দিনটি শহিদ দিবস। নয়ের দশকে দল ভেঙে তৃণমূল গড়েন মমতা। অভিযোগ, কংগ্রেসের কাছ থেকে দিনটিকেই কার্যত ছিনিয়ে নেন তিনি। তারপর থেকে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূলের জমকালো জমায়েতই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস বাধ্য হয় মৌলালির বিধান ভবনে ঘরোয়া কর্মসূচিতে। প্রশাসনের অনুমতি মিলত না, শাসক দলের চাপে পিছু হটতে হত। এবার ছবিটা উল্টো। ভোটে বিপর্যয়ের পর তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা গা-ঢাকা দিয়েছেন। ২১ জুলাই আদৌ হবে কি না, তা নিয়েই ধোঁয়াশা। প্রশাসন অনুমতি দেবে কি না, সেটাও প্রশ্ন। সেই ফাঁকা ময়দানে নেমে পড়ল কংগ্রেস। প্রায় তিন দশক পর প্রকাশ্যে শহিদ দিবস পালনের ঘোষণায় কর্মীরা চনমনে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কংগ্রেস নেতার খোঁচা, তৃণমূল দিনটা হাইজ্যাক করেছিল। এবার আমরাই রাস্তায় নামব। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তৃণমূলের পতনে বিরোধী পরিসরে অক্সিজেন পাচ্ছে কংগ্রেস। শহিদ মিনারে জমায়েত সেই অক্সিজেন আরও বাড়াবে। ২১ জুলাই ঘিরে বাংলার রাজনীতিতে নতুন মোড় নিতে চলেছে।

ইবোলা রোগ মোকাবিলায় দেশজুড়ে সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে ইবোলা রোগ মোকাবিলায় দেশজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়ছে। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও উগান্ডায় ইবোলা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' বা এসওপি প্রকাশ করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আক্রান্ত দেশগুলি থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে কড়া নজরদারি চালানো হবে। গত ২১ দিনের ভ্রমণ ইতিহাস খতিয়ে দেখা, থার্মাল স্ক্রিনিং, সেলফ ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম জমা এবং উপসর্গ থাকলে অবিলম্বে আইসোলেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, আক্রান্ত দেশ থেকে আসা উপসর্গহীন যাত্রীদেরও ২১ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। যাঁদের সংস্পর্শে আসার ইতিহাস রয়েছে, তাঁদের নির্দিষ্ট কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে নজরদারিতে রাখা হবে। উপসর্গ দেখা দিলে নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

এসওপিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ইবোলা রোগীদের চিকিৎসায় ফুল পিপিই, এন-৯৫ মাস্ক, ডাবল গ্লাভস ও কড়া সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বিধি মানা বাধ্যতামূলক। নমুনা পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইসিএমআর-এনআইভি, পুনেকে। কেন্দ্র জানিয়েছে, বর্তমানে বান্ডিবুগিয়ো স্ট্রেনের ইবোলার জন্য কোনও অনুমোদিত ভ্যাকসিন বা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি নেই। তাই দ্রুত শনাক্তকরণ, আইসোলেশন, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও সহায়ক চিকিৎসার উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

লাল বাতিতে ৫৬ সেকেন্ড, কনভয় থামিয়ে নজির গড়লেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: সাইরেন নয়, লাল আলো। শিয়ালদহের রোজগার মেলায় যাওয়ার পথে চিনার পার্ক মোড়ে পুরো ৫৬ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িবহর। সবুজ হওয়ার পরই এগোল কনভয়।

দৃশ্যটা ব্যতিক্রমী। ক্ষমতার দাপটে যখন রাস্তা ফাঁকা করার রেওয়াজ, তখন রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসক নিয়মের সামনে মাথা ঝোঁকালেন। পথচলতি মানুষ থমকে দেখল। কেউ বললেন, চমক। কেউ আবার বললেন, আইন মানলে তবেই মানায়। বাংলায় ভিআইপি সংস্কৃতি নিয়ে ক্ষোভ পুরনো। রাস্তা আটকে গেলে অ্যাম্বুল্যান্স থমকায়, অফিসযাত্রী দেরি করে। সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর থেমে যাওয়া কেবল ট্রাফিক সিগন্যাল মানা নয়। এ যেন ক্ষমতার ঔদ্ধত্যকে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া। প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, আইন সবার উপরে। বইয়ের পাতা থেকে রাস্তায় নামল নীতিবাক্য। নতুন সরকার ক্ষমতার বৃত্ত ভেঙে আমজনতার কাতারে দাঁড়াতে চায়, এই ছবি সেই ইঙ্গিতই দিল। তবে প্রশ্ন থাকছেই। একদিনের এই ছবি কি রোজকার অভ্যাস হবে, না কি প্রতীকী হয়েই থাকবে? মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতির মঞ্চে বার্তা, রাজ্যে বন্ধ হোক ভিআইপি সংস্কৃতি।

ঘরে ফেরো পুরনো সৈনিক! তৃণমূলের অভ্যন্তরে কংগ্রেসের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা হারিয়ে টালমাটাল তৃণমূল। নেতায়-নেতায় কাদা ছোড়াছুড়ি, পুরসভা-পঞ্চায়েত হাতছাড়া, কর্মসূচিতে ভাটা। এই ভাঙনের মুখেই জাল ফেলল কংগ্রেস। শনিবার প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আর পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর ঘোষণা করলেন, যাঁদের রাজনীতির জন্ম কংগ্রেসে, তাঁদের জন্য দরজা খোলা। মীরের সাফ কথা, যাঁদের চোখ ফুটেছে কংগ্রেসে, যাঁদের দল লালন করেছে, অথচ চাপে বা ক্ষোভে অন্য দলে গেছেন, তাঁরা ফিরুন। আমরা খোলা মনে স্বাগত জানাব। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে বললেন, এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

প্রদেশ নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের অনেকে যোগাযোগ রাখছেন। নিচুতলার কর্মীরাও নিরাপত্তা খুঁজছেন। তাই বাছাই কমিটি হচ্ছে। তবে দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী কারও জায়গা হবে না। ভোটের পর রাহুল-সোনিয়া মমতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মমতাও ইন্ডিয়া জোট মজবুত করার কথা বলেন। তখনই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কংগ্রেসে ফেরার সম্ভাবনা আছে কি না। মমতা উড়িয়ে দেননি। বলেছিলেন, কৌশলের ব্যাপার, এখন বলব না। সেই জল্পনাই ফের উসকে দিল এই ঘর ওয়াপসির ডাক। মমতাও তো জন্মসূত্রে কংগ্রেসি। তাহলে বার্তাটা তাঁর জন্যও? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর এখন কারোর কাছেই নেই।

পিসির 'বিশেষ পরিকল্পনা'তেই কি অভিষেকের উত্থান?

আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার ঘিরে তোলপাড় রাজনীতি

দেবাশিস দে

রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে বেশি চর্চিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে ওঠা একাধিক আর্থিক অনিয়ম, প্রভাব খাটানো এবং প্রশাসনের ভিতরে ক্ষমতার অস্বাভাবিক বিস্তার নিয়ে বিতর্ক। শুধুমাত্র একজন সাংসদ হিসেবেই নয়, কার্যত সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবেই দীর্ঘদিন কাজ করেছেন অভিষেক। আর এই গোটা বিষয়টির নেপথ্যে ছিল তাঁর 'পিসি'র সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই 'বিশেষ পরিকল্পনা'র অংশ হিসেবেই ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত দিল্লি থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে সক্রিয় রাজনীতির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সময়ে দলীয় অন্দরে বহু প্রবীণ নেতা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁর উত্থান অনেকের কাছেই বিস্ময়ের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শুরু থেকেই তাঁকে শুধুমাত্র যুবনেতা বা সাংসদ হিসেবে নয়, ভবিষ্যতের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবেই প্রস্তুত করা হচ্ছিল। সেই কারণেই দলীয় সংগঠন, প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে তাঁর প্রভাব বাড়ানো হয় বলে অভিযোগ।

বিরোধীদের দাবি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জেলার নেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক রদবদল, এমনকী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তেও অভিষেকের মতামত কার্যত নির্ধারক হয়ে ওঠে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচিত সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে একটি অঘোষিত পাওয়ার সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এইসব ঘটনাক্রম একের পর এক

সাজালে ছবিটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের দাবি, অত্যন্ত হিসেব কষেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই আগামী দিনে দলের ব্যাটন তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিসি। ২০১১ সালের পর থেকে ধাপে ধাপে তাঁকে সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা, প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব বিস্তার, দলীয় প্রবীণ নেতৃত্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা; সবকিছুই ছিল দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক উত্তরাধিকার তৈরির রণকৌশলের অংশ বলেই এখন আলোচনা রাজনৈতিক মহলে।

বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় বারবার উঠে এসেছে প্রভাবশালী কিছু নাম। নিয়োগ দুর্নীতি, কয়লা পাচার, গরু পাচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরোধীদের অভিযোগের কেন্দ্রে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি বারবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তাঁর প্রভাব বিস্তারের ঘটনাগুলি সাধারণ রাজনৈতিক সীমার অনেক বাইরে গিয়েছিল।

এরই মধ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর দলীয় অন্দরেই শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, দলের তরুণ প্রজন্মের একাংশ প্রকাশ্যেই এই বিপর্যয়ের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কৌশল এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোকেই দায়ী করছেন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে দলীয় প্রবীণ নেতৃত্বকে কার্যত কোণঠাসা করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতি চালানো হয়েছিল, যার ফলেই সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই দলের অভ্যন্তরে নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে অসন্তোষের জল্পনা। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, দলের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রের এই পরিবর্তনের কারণেই কি একের পর এক দলীয় কর্মসূচিতে অনীহা দেখা যাচ্ছে বিধায়কদের একাংশের মধ্যে? বুধবার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত দলের একটি অবস্থান কর্মসূচিতে প্রায় ৪৫ জন বিধায়কের অনুপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই অনুপস্থিতি শুধুই সাংগঠনিক শৈথিল্য, নাকি দলের বর্তমান নেতৃত্ব ও বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে বাড়তে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ; সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে।

বিরোধীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দলের ভিতরে যে 'এক ব্যক্তি নির্ভর ক্ষমতা কাঠামো' তৈরি করা হয়েছিল, নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তা নিয়েই এখন ক্ষোভ বাড়ছে দলের একাংশের মধ্যে। এমনকী একাধিক বিধায়কের নীরব দূরত্ব বজায় রাখাকেও রাজনৈতিক মহলের একাংশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে। তাদের মতে, এটা শুধুমাত্র দলের প্রতি অনাস্থা নয়, বরং ব্যক্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলার এক নীরব বার্তা হতে পারে।

তবে এই কঠিন পরিস্থিতিতেও অভিষেককে ঘিরে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছেন তাঁর পিসি বলেই জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। দলের ভিতরে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও প্রশ্নের মুখে তাঁকে আড়াল করতেই শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও প্রকাশ্যে কোনও সমালোচনার রাস্তা নিচ্ছে না বলে দাবি বিরোধীদের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এত বড় নির্বাচনী ধাক্কার পরেও অভিষেককে সামনে রেখে রণকৌশল তৈরির চেষ্টা প্রমাণ করছে, দলের ক্ষমতার কেন্দ্র এখনও তাঁকেই ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ৪০১ ধারার নোটিস ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, প্রশাসনের বহু স্তরে এতদিন যে নীরবতা দেখা গিয়েছিল, তা কি শুধুই রাজনৈতিক প্রভাবের ফল ছিল? পুর প্রশাসনের একাংশের মধ্যেও চাপা গুঞ্জন, বহু ক্ষেত্রে নিয়ম মেনেও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি 'উপরমহলের নির্দেশে'।

বিজেপি নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এই ইস্যুকে সামনে এনে সরব হয়েছে। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে পরিবারতন্ত্র এবং আত্মীয়কেন্দ্রিক ক্ষমতার রাজনীতি চলেছে। বিজেপির এক রাজ্য নেতা কটাক্ষ করে বলেন, বাংলায় সরকার ছিল এক জনের, কিন্তু ক্ষমতা চালাতেন আর এক জন। প্রশাসনের বহু সিদ্ধান্ত কোথায় নেওয়া হতো, সেটা আজ সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের বক্তব্য, অভিষেক নিজের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক পরিশ্রমের মাধ্যমেই উঠে এসেছেন। তাদের দাবি, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, একের পর এক বিতর্ক, তদন্ত এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে যে প্রশ্ন উঠছে, তা সহজে থামার নয়। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সুস্পষ্ট চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছিল। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর সেই পুরো কাঠামোই নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী দিনে যদি এই সমস্ত অভিযোগ ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত আরও গভীরে যায়, তাহলে শুধু ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিই নয়, পূর্বতন শাসক দলের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কাঠামোও বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারে। বাংলার রাজনীতিতে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; এই বিতর্ক কি শুধুই রাজনৈতিক অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি সামনে আসবে আরও বিস্ফোরক তথ্য?

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৪ মে ২০২৬, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, রবিবার

পুরসভাকে পালটা তোপ অভিষেকের

■ আগে নির্দিষ্ট করে বলুক কোন অংশটা বেআইনি। স্পেসিফিক বলুক, তারপর প্রশ্ন করবেন। শুক্রবার কালীঘাটে পুর কাউন্সিলরদের বৈঠক সেরে বেরনোর মুখে পুরসভার নোটিস নিয়ে এভাবেই পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক পালাবদলের পরই শহরের অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে কোমর বেঁধেছে পুর নিগম। নজরে পড়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দুই ঠিকানা। ১৮৮ এ হরিশ মুখার্জি রোডের 'শান্তিনিকেতন' আর ১২১ কালীঘাট রোডের বাড়ি। পুরসভার দাবি, দুই বাড়িতেই মূল নকশার বাইরে নির্মাণ হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে নিজে থেকে না ভাঙলে বুলডোজার চলবে। অভিষেকের পালটা প্রশ্ন, কোন অংশটা নিয়ম ভেঙে গড়া, তা আগে স্পষ্ট করুক পুর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার দলীয় বৈঠকেও তিনি জানিয়েছিলেন, বাড়ি ভাঙলেও মাথা নোয়াবেন না। এমন মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আগে দেখেনি বলেও খোঁচা দেন। বালিগঞ্জ, তিলজলা মিলিয়ে তাঁর ১৭টি সম্পত্তি এখন পুরসভার নজরে। পুর নোটিস ঘিরে শাসক-বিরোধী চাপানউতোরে উত্তাপ বাড়ছে রাজনীতিতে।

বৈঠকে গরহাজির ৪০ জন কাউন্সিলর

■ পুর অধিবেশন বন্ধ, ঘরে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ, তার জেরে ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধরনার প্রস্তুতি। এর মধ্যেই দলের কাউন্সিলরদের ডেকে বৈঠক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ কালীঘাটের কার্যালয়ে ১৩৬ জনের মধ্যে ৪০ জনই এলেন না। গরহাজিরের তালিকায় মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, জীবন সাহা, তারক সিং। বরো চেয়ারম্যান দেবলীনা বিশ্বাস, অনিন্দ্য কিশোর রাউত, জুঁই বিশ্বাস, সুশান্ত ঘোষ, কাকলি সেন, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা সিং, ইলোরা সাহার মতো নামও আছে। বৈঠকে মমতার নির্দেশ, বি, ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধরনার দিন ঠিক করো। পুলিশ মামলা দিলে দল আইনজীবী দিয়ে লড়বে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে বলেন, নোটিস দিলেই ভেঙে দেওয়া নিয়ম নয়। আগে প্রমাণ লাগে। বিজেপির চাপে কাউকে পদ ছাড়তে বারণ করে আশ্বাস দিলেন, দল পাশে আছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, মানুষ পাঁচ বছরের জন্য জিতিয়েছে। কাজ করুন। থাকবেন কি না, ঠিক করবে মানুষ, বিজেপি নয়। অন্যদিকে পুর সচিবকে হুমকির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। সজল ঘোষের দাবি, তৃণমূলের দল সচিবকে ভয় দেখিয়েছে, বাইরে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। 'মক পার্লামেন্টের নামে মকারি' বন্ধের আর্জি জানিয়ে পুর কমিশনারের কাছে গেছে বিজেপি। পুরসভা দখল নিয়ে টানাপোড়েনে ফাটল স্পষ্ট। ৪০ জনের অনুপস্থিতি সেই ফাটলেই নতুন মাত্রা যোগ করল।

জনঔষধি কেন্দ্র বাড়াচ্ছে রাজ্য

■ মাসে দু'হাজার টাকার ডায়াবেটিস-প্রেশারের ওষুধ এবার মিলবে দু'শোতে। দামে লাগাম টানতে রাজ্যে জনঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১৭০ থেকে বাড়িয়ে ৪৭৪ করার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে বৈঠকের পর তিনি জানান, ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা ও জেলা হাসপাতালেও খুলবে এই কেন্দ্র। এতে জেনেরিক ওষুধ মিলবে সরকারি নিয়ন্ত্রিত দামে। দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগা পরিবারের খরচ কমবে দশ ভাগের এক ভাগ। পালাবদলের পর কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়েনে ইতি টেনে স্বাস্থ্য খাতে গতি আনতে চাইছে নতুন সরকার। আগের প্রশাসনের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে থাকায় বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। এবার সেই ফাঁক ভরাট করতেই জনঔষধি সম্প্রসারণ। সঙ্গে অমৃত ফার্মেসির মাধ্যমে জীবনদায়ী ওষুধে ২৫ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থাও থাকছে। শুধু কলকাতা নয়, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত সস্তায় ওষুধ পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য।

আরজি কর-কাণ্ডে সাসপেন্ডেড আরএমও-র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমা কাণ্ডে বিপাকে ডাক্তার অভীক দে। এবার সাসপেন্ডেড আরএমও অভীকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। এখানেই শেষ নয়, বেআইনিভাবে সার্ভিস কোটায় এসএসকেএম-এ পিজিটি করার অভিযোগে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপির চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ স্পষ্ট করে বলেন, তিলোত্তমার বিচার প্রক্রিয়ায় যাঁরা বাধার সৃষ্টি করেছিলেন, সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, অভীক দে-র বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর মানসিক নির্যাতনের অভিযোগের গভীরতা ও গুরুত্ব খতিয়ে দেখার পরই এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। আরজি কর আবহে তাঁর ক্ষমতার যে দাপট দেখা গিয়েছিল, তার শিকড় কতটা গভীরে, তা উপড়ে ফেলতে এবার আরও একটি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যপালের অনুমোদনের ভিত্তিতে ডাঃ অভীক দে ঠিক কীভাবে এবং কোন প্রভাবশালী মহলের হাত ধরে 'সার্ভিস কোটা' ব্যবহার করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়ার ছাড়পত্র পেলেন, তা নিয়ে একটি পৃথক উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা হবে। নবান্নের একটি সূত্রের দাবি, প্রভাব খাটিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে এই আসন হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই তদন্তের মূল উদ্দেশ্য।

নোটিফিকেশনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে সাসপেনশনে থাকা অভীক দে-র বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী কঠোরতম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই চাঞ্চল্যকর নির্দেশের কপি রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দপ্তর, ডিরেক্টরেট অফ হেলথ সার্ভিসেস, আইপিজিএমইআর কর্তৃপক্ষ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিজিল্যান্স শাখা-সহ একাধিক দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডাঃ অভীক দে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেডিও ডায়াগনোসিস বিভাগের প্রাক্তন আরএমও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার আইপিজিএমইআর হাসপাতালে জেনারেল সার্জারির প্রথম বর্ষের ইন-সার্ভিস পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের মাথা বলে অভিযোগ উঠেছিল। আরজি করে তিলোত্তমার দেহ উদ্ধারের পর সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন অভীক দে। কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে সেইসময় প্রশ্ন উঠেছিল। পরে পুলিশের তরফে দাবি করা হয় যে, তিনি সেখানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের 'ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আর জি কর কাণ্ডের পরেই, গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ভুরি ভুরি অভিযোগের জেরে তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এবার সেই সাসপেনশনের মেয়াদ চলাকালীনই তাঁর বিরুদ্ধে এই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হওয়ায় তাঁর চাকরিটাই চিরতরে খোয়ানোর সম্ভাবনা প্রবল হল। অভীক দে-র বিরুদ্ধে এই বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে বিজেপির বিধায়ক চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, 'তিলোত্তমাকাণ্ডে যাঁরা বিচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা হঠাৎ করে ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রমাণ লোপাট করতে, যাঁরা স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘুঘুর বাসা বেঁধেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল, তা নেওয়া শুরু হয়েছে। এটা অবশ্য আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে পদক্ষেপ করেননি। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি করে গিয়েছেন, তাঁদের যেখানে স্থান হওয়া উচিত, সেখানেই স্থান হবে। প্রভাবশালী বলে কেউ ছাড় পাবেন, এই অনিয়মগুলো আর চলবে না।'

তিলোত্তমাকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম অনিকেত মাহাতো বলেন, 'মেডিক্যাল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারের জনক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এই অভীক দে। সঙ্গে অনিকেত মাহাতো এও জানান, 'মেডিক্যাল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারে যুক্ত সবার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমরা আন্দোলনের সময়ই সেই দাবি তুলেছিলাম। তাঁর সুনির্দিষ্ট শাস্তি হওয়া উচিত। তবে শুধু অভীক দে নয়। আন্দোলনের সময় আরজি কর থেকে ৫১ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। বিভিন্ন কলেজে থ্রেট কালচার চালিয়ে গিয়েছেন অনেকে। তাঁদেরও শাস্তি হওয়া উচিত।' মেডিক্যাল কাউন্সিলের পর এবার সরকারের এই সাঁড়াশি তদন্তের মুখে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র উদ্বেগে অভীক দে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ 'উত্তরবঙ্গ লবি'র বাকি সদস্যরা।

পুরসভার অনুমোদন ছাড়া পুলিশ কিয়স্কে বিজ্ঞাপন লাগানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার অনুমোদন ছাড়া পুলিশের বিভিন্ন কিয়স্ক এবং মহিলা পরিচালিত পুলিশ বুথ বা পিঙ্ক বুথে বিজ্ঞাপন লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়া সিগন্যাল বোর্ডেও পুরসভার অনুমোদন ছাড়া বিজ্ঞাপন লাগিয়েছে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে কলকাতা পুরসভা-লালবাজারের মধ্যে টানাপোড়েন। এই পরিস্থিতিতে সেই পুলিশ কিয়স্ক, পিঙ্ক বুথগুলিতে নোটিস সাঁটিয়ে দিল পুরসভা। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাকে সাত দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনের কাঠামো খুলে ফেলতে বলেছে। তা না করলে পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগ সেগুলি খুলে ফেলবে বা ভেঙে দেবে। পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের সাতটির মতো বুথে নোটিস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা, পুরসভার নতুন বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী এই বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনের কাঠামো অবৈধ। সেটিকে সাত দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাকেই খুলে ফেলতে হবে। না হলে পুরসভা পদক্ষেপ নেবে। পুর কর্তারা জানিয়েছেন, নয়া বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী, শহরে যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি বিজ্ঞাপন দিতে পুরসভা থেকে অনুমতি নিতে হবে।

এমনকী রাজ্যের তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞাপন দিলে তা পুরসভাকে জানায়। কিন্তু অভিযোগ, বিজ্ঞাপন নীতি না মেনে পুলিশের তরফে নিজেদের বুথ এবং বিভিন্ন ট্রাফিক সিগন্যালে বিজ্ঞাপন লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে পুরসভা। আধিকারিকরা বলেন, লালবাজারের তরফে এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। তবে নোটিস পাওয়ার পর বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাগুলি আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞাপন লাগাতে দেওয়া হবে না। এভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া অবৈধ। আগে অনুমোদনের জন্য আবেদন জানাতে হবে, তা পরবর্তীকালে বিবেচনা করে দেখা হবে। উল্লেখ্য, এর আগেও গত সরকারের আমলে পুরসভার বিজ্ঞাপন নীতি না মেনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পুরসভার 'মতানৈক্য' হয়েছিল। চিঠি চালাচালি হয়েছিল। পুরসভার এক কর্তা বলেন, রাজ্য সরকারের অনুমোদনেই পুরসভার বিজ্ঞাপন নীতি শিলমোহর পেয়েছে। সেখানে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পুরসভাকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। ফলে সরকারি নীতি যদি সরকারের বিভিন্ন পক্ষ না মেনে চলে তা হলে সমস্যা।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পার্ক সার্কাসে বক্তব্য রাখছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতায় মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো, মাদার হাউজে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিমানবন্দর থেকে সোজা মাদার হাউজ। শনিবার সকালে কলকাতায় পা রেখেই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সদর দপ্তরে গেলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো। সঙ্গে স্ত্রী। নির্মলা শিশু ভবনও ঘুরে দেখলেন। দুপুরে দিল্লি রওনা দেওয়ার আগে শহরে কয়েক ঘণ্টার সফর সেরে নিলেন তিনি। ১৪ বছর পর কোনও মার্কিন বিদেশ সচিব এলেন তিলোত্তমায়। ২০১২ সালে এসেছিলেন হিলারি ক্লিন্টন। তখনও রাজ্যে পালাবদল সদ্য হয়েছে। মহাকরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। এবারও ছবিটা মিলে যাচ্ছে। বিধানসভায় বিজেপির জয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতায় রুবিয়ো। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানিয়েছেন, এটাই রুবিয়োর প্রথম ভারত সফর। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও কোয়াড নিয়ে আলোচনা হবে। চারদিনের কর্মসূচিতে আগ্রা, জয়পুর হয়ে ২৬ মে দিল্লিতে কোয়াড বৈঠকে যোগ দেবেন রুবিয়ো। অস্ট্রেলিয়ার পেনি ওং, জাপানের মোটেগি তোশিমিৎসু ও ভারতের এস জয়শঙ্কর থাকবেন সেখানে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক মানচিত্র বদলের পরেই মার্কিন বিদেশ সচিবের এই আগমন কূটনৈতিক মহলে নতুন বার্তা দিচ্ছে। হিলারির মতো এবারও কি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি মিলবে? সময় বলবে।

রাস্তায় নমাজে রাশ, মমতার নির্দেশে আদালতে যাচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক পালাবদলের পরই রাস্তা আটকে ধর্মাচরণে কড়া লাগাম। সরকারি নিষেধাজ্ঞার পালটা আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটছে তৃণমূল। শুক্রবার কালীঘাটের বৈঠকে মেটিয়াবুরুজের এক মহিলা কাউন্সিলরকে সরাসরি আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব শীঘ্রই ওই জনপ্রতিনিধি সরকারি নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা ঠুকবেন।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাস্তায় নমাজ পড়া বন্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার এলাকায় প্রতিবাদ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশের সংঘর্ষও বেধেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকজন। প্রশাসনের তৎপরতার ছাপ শুক্রবারের জুম্মাবারেও স্পষ্ট। রাজাবাজার, তপসিয়া, পার্ক সার্কাস, তিলজলার মতো এলাকায় পথ আটকে নমাজ হয়নি। মসজিদের ভেতরেই দু'দফায় নমাজ সারতে হয়েছে ধর্মপ্রাণ মানুষকে। ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল মসজিদ কর্তৃপক্ষ। কালীঘাটে পুর কাউন্সিলরদের জরুরি বৈঠকে বিষয়টি ওঠে। সেখানেই মমতা স্পষ্ট করেন, রাস্তায় ধর্মাচরণে সরকারি বাধা মানা যাবে না। আইনের পথেই জবাব দিতে হবে। ক্ষমতা বদলের পর রাস্তায় নমাজ ঘিরে এই টানাপড়েন রাজনীতির নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একদিকে প্রশাসনিক কড়াকড়ি, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের আদালত-অভিযান।

তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগে বরানগরে ধৃত তৃণমূল নেতা-সহ ছয়জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তোলাবাজি, হুমকি, মারধর এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে বরানগরে ধৃত তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত-সহ ছয়জন। তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত ছাড়াও অর্পণ দত্ত, দেবজ্যোতি বণিক ওরফে বনি, সুবল দে, সুব্রত সরকার ওরফে সাহেব, দেবাশিস দাস ওরফে বান্টিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বনহুগলি এলাকায় গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল নেতার অনুগামীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত। অভিযোগ, আক্রান্ত অনুগামীদের পুলিশের স্টিকার লাগানো একটি গাড়িতে করে তিনি বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনেন। সেখানেই তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। খবর পেয়ে বরানগর থানার পুলিশ পৌঁছে তৃণমূল নেতা-সহ ছয়জনকে আটক করে। ওইদিন রাতেই বনহুগলির বাসিন্দা এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তৃণমূল নেতা শঙ্কর রাউত-সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। ওই মহিলার ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে ১০ হাজার টাকা লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। লুঠে বাধা দিতে গেলে তাঁকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। তাছাড়া ওই মহিলাকে বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করার অভিযোগও উঠেছে।

৬ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের দাবি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের, তথ্য চেয়ে তৎপর নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রায় ৬ লক্ষ শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঞ্চের বক্তব্য, স্কুল, হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে বিপুল পদ ফাঁকা পড়ে থাকায় পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা। তাই অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের দাবি জানিয়ে আসছে তারা।

এই আবহেই পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। প্রশাসন সচল রাখতে ও পরিষেবা নিশ্চিত করতে সমস্ত দপ্তরের ফাঁকা পদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব চাইল অর্থ দপ্তর। ২২ মে নবান্ন থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৩ জুন, ২০২৬-এর মধ্যে দপ্তর, অধিকর্তা কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য আলাদা তিনটি এক্সেল শিটে তথ্য জমা দিতে হবে। সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব দিলে তার সপক্ষে যুক্তিও দিতে হবে।

সরকারি সূত্রের ব্যাখ্যা, দীর্ঘদিন বহু পদ খালি থাকায় সামগ্রিক কাজে প্রভাব পড়ছে। তাই এক ছাতার তলায় সব দপ্তরের শূন্যপদের চিত্র পেলে নিয়োগের পরিকল্পনা করা সহজ হবে। কোন দপ্তরে কত লোক দরকার, কোথায় জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রয়োজন; সেই অগ্রাধিকার ঠিক করতেই এই তথ্য সংগ্রহ। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মতে, হিসাব চাওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্ট জমা পড়লে পরবর্তী পদক্ষেপ দ্রুত হবে বলে তাঁদের আশা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সরকারের এই উদ্যোগকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। তাঁদের আশা, তথ্য সংগ্রহের পর ধাপে ধাপে স্থায়ী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে এবং ফাঁকা পদ পূরণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজে গতি আসবে।

বাংলায় অবশেষে চালু হতে চলেছে 'বিশ্বকর্মা' প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে বাংলায় কেন্দ্রের 'বিশ্বকর্মা' প্রকল্প চালুর প্রস্তুতি শুরু। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন; শুধু ঋণ বা প্রশিক্ষণ নয়, গ্রামবাংলার ছড়িয়ে থাকা কারিগর সমাজকে নতুন অর্থনৈতিক পরিসরে টেনে আনাই এখন মূল লক্ষ্য। রাজ্য ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষক কমিটি ও জেলা বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ফলে বহুদিন ধরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে থাকা প্রকল্প এবার বাস্তব জমি পেতে চলেছে বলেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

কেন্দ্রের দাবি, বাংলায় ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কারিগর এই প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। বৈঠকে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে আধুনিক বাজারের সংযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সরাসরি আর্থিক সহায়তার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে মৃৎশিল্পী, তাঁতি, কামার, কাঠশিল্পী বা ক্ষুদ্র কারিগরদের উৎপাদনকে বাজারমুখী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সফরে কলকাতায় রূপান্তরক পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধনও তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পমহলের মতে, এর ফলে ছোট উদ্যোগগুলির খরচ কমবে, সময় বাঁচবে এবং বাইরের পরীক্ষাগারের উপর নির্ভরশীলতাও কমবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সামনে রেখে কেন্দ্র বাংলায় নতুন সামাজিক ভিত্তি গড়ার কৌশলেই এগোচ্ছে। আর সেই কারণেই 'বিশ্বকর্মা' এখন শুধু উন্নয়ন প্রকল্প নয়, আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণেরও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

অগ্নিদগ্ধ ঋতুর দিনলিপি

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

গরম একসময় ছিল ঋতুর স্বাভাবিক পরিচয়। বৈশাখ মানেই রৌদ্র থাকবে, জ্যৈষ্ঠ মানেই মাটির ফাটল ধরা দুপুর, তালপাখার হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া দিদিমা, কিংবা কুয়োর জল তুলে স্নানের প্রশান্তি; এই ছিল বাঙালির চিরচেনা গ্রীষ্ম। দুপুরবেলা আমগাছের ছায়ায় বসে কাঁচা আমের টক খাওয়া, পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীর ঠান্ডা করা, কিংবা সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর অপেক্ষা; গরমের মধ্যেও জীবনের এক স্বাভাবিক ছন্দ ছিল। মানুষ জানত, প্রকৃতি কখন কঠোর হবে, আবার কখন কোমল হয়ে উঠবে।

কিন্তু এখনকার গরম আর সেই গরম নয়। এখন সূর্য যেন আকাশের কোনও দূরবর্তী নক্ষত্র নয়, বরং ক্রমশ মানুষের ঘাড়ের উপর নেমে আসা এক অদৃশ্য আততায়ী। দুপুরে রাস্তার উপর দাঁড়ালে মনে হয়, মাটি থেকে আগুন বেরোচ্ছে। বাতাসে আর শীতলতার স্পর্শ নেই; যেন কেউ বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে মানুষকে। রাতেও আর স্বস্তি নেই। ঘুমের ভিতরেও শরীর ঘামে ভিজে থাকে। বিদ্যুৎ চলে গেলে মনে হয়, পুরো ঘরটা ধীরে-ধীরে চুল্লিতে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবী যেন নিজের জ্বর লুকোতে পারছে না।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে তাপপ্রবাহকে ‘জাতীয় বিপর্যয়’ হিসাবে ঘোষণা করার দাবি নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি আসলে সভ্যতার সামনে দাঁড়ানো এক গভীর বাস্তবতার স্বীকৃতি। কারণ তাপপ্রবাহ এখন আর কেবল আবহাওয়ার ঘটনা নয়; এটি অর্থনীতি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, শ্রম, পরিবেশ এবং মানুষের মানসিক স্থিতির উপর সরাসরি আঘাত হানা এক বহুমাত্রিক সংকট। যে গরম একসময় কেবল ঋতুচক্রের অংশ ছিল, আজ তা মৃত্যুর সংবাদ হয়ে উঠছে।

ভারতের শহরগুলো আজ যেন বিশাল কংক্রিটের চুল্লি। দুপুরবেলা কলকাতা, দিল্লি, পাটনা, লখনউ, নাগপুর বা আসানসোলের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হয়, বাতাসের মধ্যেই কেউ আগুন মিশিয়ে দিয়েছে। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকের মুখ শুকিয়ে যায়, রিকশাওয়ালার গায়ের ঘাম লবণের দাগ ফেলে, ট্রাফিক সিগন্যালের পাশে ফুল বিক্রি করা শিশুটি বোতলের শেষ ফোঁটা জলটুকুও বাঁচিয়ে খেতে চায়। শহরের বহুতলগুলোর কাঁচের দেয়াল সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে আরও তীব্র করে তুলছে উত্তাপ। গরম এখানে কেবল অস্বস্তি নয়, বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল, এই বিপর্যয় আসে নীরবে। ভূমিকম্পের মতো মুহূর্তে শহর ভেঙে পড়ে না, বন্যার মতো নদী উপচে মানুষ ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। তাপপ্রবাহ ধীরে-ধীরে শরীরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। প্রথমে মাথা ঘোরে, তারপর শরীরের জল কমে যায়, হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষে মানুষ নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সংবাদপত্রে হয়তো এক কলামের খবর বেরোয়; তলু-তে বৃদ্ধের মৃত্যুদ, তঅতিরিক্ত গরমে অসুস্থ শ্রমিকদ; কিন্তু এই মৃত্যুর পিছনে যে দীর্ঘ পরিবেশ-ধ্বংসের ইতিহাস রয়েছে, তা নিয়ে খুব কম মানুষই ভাবনা চিন্তা করেন।

গরমের সবচেয়ে নিষ্ঠুর দিক হল এর বৈষম্য। ধনী মানুষ এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু ফুটপাথের মানুষ, ইটভাটার শ্রমিক, রেললাইনের ধারে বসবাসকারী পরিবার, কিংবা মাথায় বোঝা বহন করা দিনমজুরের কাছে গরম থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই। প্রকৃতির বিপর্যয়ও শেষ পর্যন্ত শ্রেণিভেদ মেনে চলে। যে মানুষটির ঘরে শীতল বাতাস পৌঁছয় না, সেই মানুষটিই প্রথম মৃত্যুর মুখে পড়ে।

পৃথিবীর জলবায়ু আজ স্পষ্টভাবে বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে সতর্ক করেছিলেন যে, মানুষের অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন প্রকৃতির ভারসাম্যকে নষ্ট করবে। আমরা সেই সতর্কবার্তা শুনিনি। বন কেটেছি, নদী বুজিয়েছি, পাহাড় ভেঙেছি, আকাশে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়েছি। শিল্পায়নের নামে এমন এক সভ্যতা গড়েছি, যার ভিত দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির মৃত্যুর উপর। আজ তার ফল মানুষ নিজের শরীরে অনুভব করছে।

এল নিনো এবং সুপার এল নিনোর মতো আবহাওয়াগত পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার প্রভাব সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায় পড়ছে। বর্ষা অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে, কোথাও অতিবৃষ্টি বা কোথাও দীর্ঘ খরা। কৃষক বুঝতে পারছেন না, কখন বীজ বুনবেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা সেই চিরন্তন ভারতীয় কৃষকের চোখে আজ আর নিশ্চয়তা নেই। তাদের চোখে কেবলই উৎকণ্ঠা। আষাঢ় এলেও মেঘ আসে না, উল্টে হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

একসময় গ্রামের জীবন জলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। প্রতিটি গ্রামে পুকুর ছিল, ডোবা ছিল, বাঁওড় ছিল। বর্ষার জল মাটির ভিতরে ঢুকে ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বাঁচিয়ে রাখত। এখন সেই পুকুরের জায়গায় বহুতল উঠেছে। কুয়ো ভরাট হয়ে গ্যারাজ হয়েছে। মানুষ মনে করেছে, মোটর পাম্প থাকলেই জল শেষ হবে না। অথচ মাটির ভিতরকার জলও একদিন ফুরিয়ে যেতে পারে; এই সহজ সত্যটুকু আমরা ভুলে গিয়েছি।

আজ ভারতের বহু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ভয়ঙ্করভাবে নেমে গেছে। অনেক জায়গায় জল এত দূষিত যে তা পান করার অযোগ্য। নদীগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। যে গঙ্গার জল একসময় পূজার অর্ঘ্য ছিল, সেই গঙ্গাই আজ শিল্পবর্জ্য, নর্দমা আর প্লাস্টিকের ভার বইছে। যমুনা অনেক জায়গায় নদী কম, নর্দমা বেশি। ছোট ছোট নদীগুলো তো প্রায় হারিয়েই যাচ্ছে। নদী মরে গেলে সভ্যতাও বাঁচে না; এই সত্য ইতিহাস বহুবার প্রমাণ করেছে।

কিন্তু মানুষ এখনও শিক্ষা নিচ্ছে না। আমরা এখনও এমনভাবে শহর বানাচ্ছি, যেন প্রকৃতি বলে কিছু নেই। একের পর এক কংক্রিটের বাড়ি, গাছহীন রাস্তা, কালো পিচের বিস্তীর্ণ প্রান্তর; সব মিলিয়ে শহরের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। এটাকেই বিজ্ঞানীরা তআরবান হিট আইল্যান্ডদ বলেন। অর্থাৎ শহর নিজেই এক তাপদ্বীপে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের তুলনায় শহরে রাতের তাপমাত্রাও কমছে না। ফলে মানুষের শরীর বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছে না।

সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছেন শ্রমজীবী মানুষ। যে মানুষটি নির্মাণস্থলে সারাদিন মাথায় ইট বহন করছেন, যিনি কারখানার ভাটির পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, যিনি খাবার পৌঁছে দিতে দুপুরের রোদে বাইক চালাচ্ছেন; তাঁদের শরীরের উপর এই গরমের আঘাত সবচেয়ে বেশি। অথচ তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম, শীতলীকরণ বা স্বাস্থ্যসুরক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। উন্নয়নের আলোয় আলোকিত শহরগুলো আসলে এই শ্রমিকদের ঘাম দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই শহরই তাদের জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর। তাপপ্রবাহের আর একটি ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে শিশু ও বৃদ্ধদের উপর। ছোট শিশুদের শরীর দ্রুত জল হারায়। বয়স্ক মানুষের হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা বেড়ে যায়। হাসপাতালগুলোতে হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং শ্বাসকষ্টের রোগী বাড়তে থাকে। ডাক্তাররা সতর্ক করেন, কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়। পেটের দায়ে তাদের রোদে বেরোতেই হয়। এই কারণেই একটি সর্বভারতীয় তকুলিং নীতিদ আজ অত্যন্ত জরুরি। শীতল বাতাস কেবল বিলাসিতা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা জনস্বাস্থ্যের মৌলিক প্রয়োজন। যেমন বিশুদ্ধ জল মানুষের অধিকার, তেমনই চরম তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষা পাওয়াও মানুষের অধিকার হওয়া উচিত। কারখানা, গুদাম, কল সেন্টার, রান্নাঘর, বাজার, ডেলিভারি হাব; সর্বত্র ন্যূনতম শীতলীকরণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। তাপপ্রবাহের দিনে শ্রমিকদের কাজের সময় পরিবর্তন, বিশ্রাম এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।

সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ছেন শ্রমজীবী মানুষ। যে মানুষটি নির্মাণস্থলে সারাদিন মাথায় ইট বহন করছেন, যিনি কারখানার ভাটির পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, যিনি খাবার পৌঁছে দিতে দুপুরের রোদে বাইক চালাচ্ছেন; তাঁদের শরীরের উপর এই গরমের আঘাত সবচেয়ে বেশি। অথচ তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম, শীতলীকরণ বা স্বাস্থ্যসুরক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। উন্নয়নের আলোয় আলোকিত শহরগুলো আসলে এই শ্রমিকদের ঘাম দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই শহরই তাদের জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর।

তাপপ্রবাহের আর একটি ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে শিশু ও বৃদ্ধদের উপর। ছোট শিশুদের শরীর দ্রুত জল হারায়। বয়স্ক মানুষের হৃদযন্ত্র এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা বেড়ে যায়। হাসপাতালগুলোতে হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং শ্বাসকষ্টের রোগী বাড়তে থাকে। ডাক্তাররা সতর্ক করেন, কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়। পেটের দায়ে তাদের রোদে বেরোতেই হয়।

এই কারণেই একটি সর্বভারতীয় তকুলিং নীতিদ আজ অত্যন্ত জরুরি। শীতল বাতাস কেবল বিলাসিতা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা জনস্বাস্থ্যের মৌলিক প্রয়োজন। যেমন বিশুদ্ধ জল মানুষের অধিকার, তেমনই চরম তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষা পাওয়াও মানুষের অধিকার হওয়া উচিত। কারখানা, গুদাম, কল সেন্টার, রান্নাঘর, বাজার, ডেলিভারি হাব; সর্বত্র ন্যূনতম শীতলীকরণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। তাপপ্রবাহের দিনে শ্রমিকদের কাজের সময় পরিবর্তন, বিশ্রাম এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।

কিন্তু ভারতের বাস্তবতায় পশ্চিমি দেশগুলোর মতো সর্বত্র এয়ার কন্ডিশনার বসিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ তাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বিপুল পরিমাণে বাড়বে এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আরও বেশি কয়লা পোড়াতে হবে। অর্থাৎ গরম কমাতে গিয়ে আবার পরিবেশের ক্ষতি হবে। তাই ভারতের পথ আলাদা হতে হবে।

আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রকৃতিনির্ভর স্থাপত্যের দিকে। এমন বাড়ি দরকার যেখানে বাতাস চলাচল করতে পারে, এমন ছাদ দরকার যা সূর্যের তাপ প্রতিফলিত করবে, এমন শহর দরকার যেখানে গাছ থাকবে পরিবারের সদস্য হয়ে। একসময় ভারতীয় বাড়িগুলো এমনভাবেই তৈরি হত। মাটির দেয়াল, উঁচু ছাদ, উঠোন, জানালার অবস্থান; সবকিছুতেই প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া ছিল। আধুনিকতার মোহে আমরা সেই জ্ঞানকে তুচ্ছ করেছি।

শুধু প্রযুক্তি নয়, জীবনযাত্রার পরিবর্তনও জরুরি। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে মানুষের ভোগের ধারণাকেও বদলাতে হবে। আজ উন্নয়নের সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছে; আরও বেশি গাড়ি, আরও বেশি উঁচু বাড়ি, আরও বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার। অথচ প্রকৃত উন্নয়ন সেই, যা মানুষকে বাঁচায়, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে না। মানুষ যত বেশি প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, প্রকৃতি তত বেশি প্রতিশোধ নেবে।

যুদ্ধও এই জলবায়ু সংকটকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ চলছে, অসংখ্য বোমা ও বিস্ফোরক ব্যবহার হচ্ছে। আগুন, ধোঁয়া, রাসায়নিক দূষণ; সব মিলিয়ে পরিবেশের উপর তার গভীর প্রভাব পড়ছে। মানুষ একদিকে জলবায়ু সম্মেলনে পৃথিবী বাঁচানোর কথা বলছে, অন্যদিকে অস্ত্রের ব্যবসায় মুনাফা বাড়াচ্ছে। সভ্যতার এই দ্বিচারিতা আজ স্পষ্ট।

গ্লাসগো সম্মেলনে ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবী কি অপেক্ষা করবে? যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো এমন এক পৃথিবী পাবে যেখানে গ্রীষ্ম মানেই মৃত্যুভয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে সতর্ক করছেন যে, পৃথিবীর বহু অঞ্চল আগামী কয়েক দশকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রেও এর গভীর প্রভাব পড়বে। অনিয়মিত বর্ষা, খরা, অতিরিক্ত গরম; সব মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন কমে যেতে পারে। ধান, গম, ভুট্টা, ডাল; সব ফসলই ঝুঁকির মুখে। কৃষকের খরচ বাড়ছে, কিন্তু লাভ বাড়ছে না। ডিজেলের দাম বাড়ছে, সারের দাম বাড়ছে, বিদ্যুতের খরচ বাড়ছে। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে পৌঁছবে। খাদ্যসংকট কেবল অর্থনীতির সমস্যা নয়; তা সামাজিক অস্থিরতারও কারণ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রামের মানুষ আজ দ্বিমুখী সংকটে পড়েছে। একদিকে চাষের অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে জলসংকট। যে কৃষক একসময় পুকুরের জল দিয়ে জমি বাঁচাতেন, আজ তিনি গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলও তো সীমাহীন নয়। জল যখন মাটির নীচ থেকে হারিয়ে যাবে, তখন প্রযুক্তিও মানুষকে বাঁচাতে পারবে না।

তবু আশার জায়গা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। পৃথিবীর বহু দেশ এখন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। সৌরশক্তি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক যান, নগর বনায়ন; এই সব উদ্যোগ ভবিষ্যতের পথ দেখাতে পারে। ভারতও চাইলে এই ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে। কারণ এই দেশের ঐতিহ্যের ভিতরেই প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা রয়েছে।

আমাদের প্রাচীন সভ্যতা নদীকে মা বলেছে, গাছকে দেবতা ভেবেছে, পাহাড়কে পূজা করেছে। এই সংস্কৃতির ভিতরেই পরিবেশরক্ষার গভীর বোধ লুকিয়ে ছিল। আধুনিক মানুষ সেই বোধ হারিয়ে ফেলেছে। লোভী মানুষ প্রকৃতিকে কেবল সম্পদ হিসেবে দেখতে শিখেছে, আত্মীয় হিসেবে নয়। ফলত, প্রকৃতিও আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে।

এই লড়াই কেবল সরকারের নয়, মানুষেরও। প্রতিটি মানুষকে বুঝতে হবে যে, জল অপচয় বন্ধ করা, গাছ লাগানো, অযথা বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানো, ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার সীমিত করা; এই ছোট-ছোট কাজগুলোই ভবিষ্যৎকে বদলাতে পারে। পরিবেশরক্ষা কোনও ফ্যাশন নয়; এটি বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

সমস্যা হল, মানুষ সাধারণত বিপদকে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত গুরুত্ব দেয় না। যখন নদী শুকিয়ে যায়, তখন আমরা জলের কথা ভাবি। যখন বাতাস বিষাক্ত হয়, তখন আমরা গাছের কথা মনে করি। যখন অসহ্য গরমে মানুষ মরতে শুরু করে, তখন আমরা জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করি। অথচ প্রকৃতি বহু আগেই সংকেত দিয়ে রেখেছিল।

আজ পৃথিবী যেন এক অসুস্থ দেহ। তার জ্বর বেড়েছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, নদীর রক্ত দূষিত হয়ে গেছে। মানুষ সেই অসুস্থ দেহের উপর দাঁড়িয়ে উন্নয়নের উৎসবে মত্ত। কিন্তু প্রকৃতির সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে সভ্যতার সমস্ত অহংকার মুহূর্তে ধুলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

আমাদের শহরগুলিকে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রতিটি পাড়ায় গাছ লাগাতে হবে, জলাধার ফিরিয়ে আনতে হবে, ছাদবাগান বাড়াতে হবে। স্কুলে শিশুদের পরিবেশের শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না; প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বাস্তব সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। কারণ যে শিশু গাছকে ভালোবাসতে শেখে, সে বড় হয়ে পরিবেশ ধ্বংস করতে পারে না।

মিডিয়াকেও এই বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তাপপ্রবাহকে কেবল তআজ কত ডিগ্রিদ-র খবর বানালে চলবে না। এর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো নিয়েও আলোচনা দরকার। কারণ জলবায়ু সংকট ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানের বাস্তবতা।

তাই এখনই সময় থামার। এখনই সময় ভাবার; আমরা কেমন পৃথিবী রেখে যেতে চাই আগামী প্রজন্মের জন্য? এমন এক পৃথিবী, যেখানে শিশুরা দুপুরে মাঠে খেলতে পারবে না? যেখানে জল হবে সবচেয়ে দামী সম্পদ? যেখানে গরমের ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে সাহস পাবে না?

তাপপ্রবাহকে ‘জাতীয় বিপর্যয়’ ঘোষণা করা তাই কেবল প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়; এটি এক গভীর সতর্কবার্তা। এই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়, যদি উন্নয়নের ধারণাকে মানবিক করে তোলে, যদি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করে; তবেই তার সার্থকতা।

নইলে একদিন হয়তো ইতিহাস লিখবে; মানুষ পৃথিবীকে জয় করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের বাসযোগ্য পৃথিবীকেই হারিয়ে ফেলেছিল।

সম্পাদকীয়

গরিব মানুষের খাদ্য সুরক্ষায় আট দফা দাওয়াই রাজ্য প্রশাসনের

পালাবদলের পর এবার খাদ্য দফতরে তৈরি হওয়া দীর্ঘদিনের ঘুঘুর বাসা ভেঙে রাজ্যের গরিব মানুষের হাতে রেশনের খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে ততপর হল প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার স্পস্ট বার্তা, দুর্নীতির নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, এই সরকার জিরো টলারেন্স নীতি মেনে কাজ করবে। যথার্থ গরিব মানুষ যাতে রেশনে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী পান সেটাও আমরা দেখবো। সেই জন্য সরকারে এসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেম তারা। এরজন্য আট দফা দাওয়াই দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। প্রথমতঃ উপভোক্তারা নিয়মিত খাদ্যশস্য পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত করা, সেই সঙ্গে তার গুণগত মান ও পরিমানের দিকে নজর রাখা। ওজনে কম, নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী, এসব বরদাস্ত হবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা নিশ্চিত করা হবে। এর জন্য গোটা প্রক্রিয়ার ওপর নিয়মিত নজরদারি ও মিডলম্যানদের ভূমিকা চিরতরে নির্মূল করা হবে। কৃষকদের প্রাপ্য অর্থ ঠিক সময়ে দেওয়ার ওপরও চলবে নজরদারি। তৃতীয়তঃ রাইস মিল, ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলারদের গুদামে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি চালবে। কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে থাকছে কঠোর ব্যবস্থা। গুদামগুলি মজুত খাদ্যের মান, পরিমান, মজুতের রেকর্ড, বন্টনের পদ্ধতি সব কিছু নিয়ম মেনে হচ্ছে কিনা, নিয়মিত দেখা হবে। চতুর্থতঃ জেলা পর্যায়ে রেশন দোকানগুলিতে নিয়মিত ও সারপ্রাইজ ভিজিট চালু থাকবে। পঞ্চমতঃ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। প্রকৃত গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের আরও বেশি করে সামিল করা। যারা এখনও এর বাইরে রয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে এই প্রকল্পে নিয়ে আসা। তুলনামূলক স্বচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা ও প্রকল্প থেকে অবিলম্বে বাদ দেওয়ার কাজ চলবে। ষষ্ঠতঃ জেলায় ফর্টিফায়েড রাইস নিয়মিত বিলি হচ্ছে কিনা তার ওপর নজরদারিও চলবে। সপ্তমতঃ গত ৫ বছরে ফর্ম ১০-এর উপভোক্তাদের তথ্য আরও একবার যাচাই করা। ফর্ম ১০ থেকে ফর্ম ৮-এ রূপান্তরিত আবেদনপত্রগুলিও পুনরায় আরও যাচাই করা হবে। কোনও অনিয়ম, কোনও ভুয়ো বা অযোগ্য উপভোক্তা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অষ্টম তথা শেষটি হল, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে জোরদার করা হবে। গতি আনা হবে অভিযোগের নিষ্পত্তিতেও।

শব্দছক ১৬৯

রবি দাস

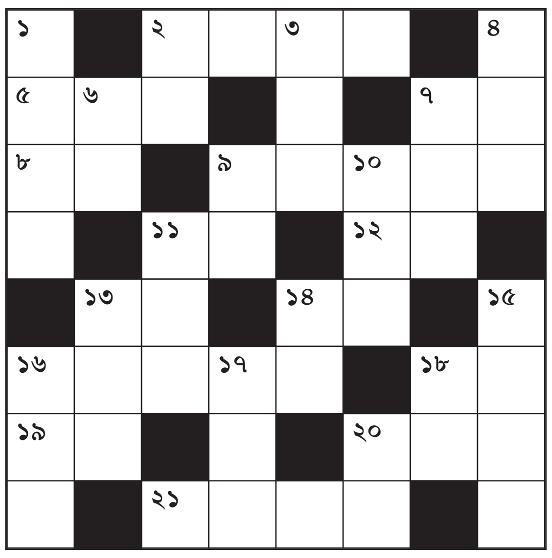

পাশাপাশি: ১. ভূ-পৃষ্ঠের রেখাঙ্কিত নক্সা ৫. ছাপানো ৭. সুন্দর ৮. দৈব-সম্বন্ধিত ৯. মনের আকাঙ্খা ১১. বাসনা ১২. অগ্নি-ভস্ম ১৩. ছাগ বা মেষ ১৪. জল ১৬. বুনো শুয়োর ১৮. জলে ভেজানো গো-খাদ্য ১৯. অভিব্যক্তির বাক্য-প্রকাশ ২০ পালা ২১. পশ্চিমে বঙ্গের রাজধানী

ওপর-নিচ: ১. উদিত ২. সম্মান ৩. চর্বণকরা ৪. মরদ ৬. বস্তু ইত্যাদি ৭. শেয়ানা ৯. মশক ১০. ভিক্ষুক ১১. অদ্ভূত ১৩. অন্যরকমভাবে ১৪. বহনকারি ১৫. ভূমির দিকে ঝোঁকানো ১৬. স্ত্রী-বাছুর ১৭. বাগান ১৮. জালিকা ২০. পণ

সমাধান ১৬৮ — পাশাপাশি: ১. আশ্রিত ৩. বদমতি ৪. মাতঙ্গ ৫. ভগবান ৭. কদু ১০. রমা ১২. স্বনরায় ১৪. নিবিড় ১৫. অনামিকা ১৬. নজর

ওপর-নিচ: ১. আপেক্ষিক ২. তমাল ৩. বঙ্গভঙ্গ ৬. বাহার ৮. দুর্দিন ৯. চয়নিকা ১১. মালাকার ১৩. গড়ন

আজকের দিন

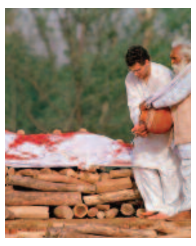

- **১৮৮৩** — নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রিজ আনুষ্ঠানিকভাবে সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।
- **১৯৯১** — রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
- **১৯৭৬** — ব্লাইন্ড ওয়াইন টেস্টিং ইভেন্টে প্রমাণিত হয় ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াইনও সেরা ফরাসি ওয়াইনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

জন্মদিন

বাচেন্দির পাল

১৯৫৪ *বিশিষ্ট পর্বাতরোহী বাচেন্দ্রি পালের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট সুরকার রাজেশ রোশনের জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাইয়ের জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ১৫৭

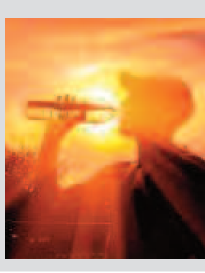

‘তাপ প্রবাহ’ শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত একটি যৌগিক শব্দ। তাপ (Tap) এই অংশটি এসেছে সংস্কৃত \(তপ্\) (তাপ/তপ) ধাতু থেকে। এর মূল অর্থ হলো; ‘উত্তপ্ত হওয়া’, ‘পোড়া’ বা ‘আলো দেওয়া’। এখান থেকেই গরম বা উষ্ণতা সম্পর্কিত শব্দ ‘তাপ’ তৈরি হয়েছে। প্রবাহ (Prabaha) এই অংশটি গঠিত হয়েছে সংস্কৃত \(প্র\) (প্র) উপসর্গ এবং \(বহ্\) (বহ্) ধাতুর সমন্বয়ে। ‘বহ্’ ধাতুটির অর্থ হলো; ‘বহন করা’ বা ‘প্রবাহিত হওয়া’।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১৫ বছর ধরে 'তৃণমূলী-অত্যাচারের' শিকার

বাংলায় পরিবর্তনের পর মাথান্যাড়া করে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মন্তেশ্বরের ধানু দাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের পালা বদলের পর সর্বস্তরে চলছে বিজয় মিছিলের সঙ্গে গেরুয়া আবিরের ঝড়। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকে বিজেপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মহাধুমধামের সঙ্গে। এদিন ডক্টর গৌরমোহন রায় কলেজ থেকে শুরু করে মন্তেশ্বর ঘোষপাড়া মোড় পর্যন্ত বিজয় মিছিল। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের তালে তাল মিলিয়ে প্রায় ২০০০ পুরুষ ও মহিলা গেরুয়া আবির মেখে আনন্দই মেতে ওঠেন। সেই সঙ্গে মন্তেশ্বর ব্লকের বাঘাসন পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হোসেনপুর গ্রামের বিজেপি কর্মী ধানু দাস, যিনি ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হওয়ায় শপথ করেছিলেন, যতদিন না বিজেপি সরকার বাংলায় আসবে, ততদিন মাথার চুল কাটবেন না তিনি। এই প্রতিজ্ঞায় অনর ছিলেন বিজেপি কর্মী ধানু দাস। ২০২৬ সালে পালাবদল হতেই শুক্রবার মন্তেশ্বরে বিজয় মিছিলে বিজেপি কর্মী ধানু দাস মন্তেশ্বর কামার শালেমোড়ে সেলুনে ঢুকে মাথা ন্যাড়া করেন। ন্যাড়া মাথায় গেরুয়া আবির মেখে প্রতিজ্ঞা ভাঙেন। তিনি জানিয়েছেন, 'রাজ্যে বিজেপির জয়ের জন্য কেউ ন্যাড়া মাথায় ছিলেন, কেউ খালি পায়ে হাঁটতেন। আমি মাথায় চুল রেখেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিজেপি বাংলায় যতদিন না আসছে, ততদিন মাথার চুল কাটবো না। কারণ, বিজেপি করার অপরাধে আমাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। সেই অত্যাচারের অবসান হল এবার।'

খড়্গপুরে রোজগার মেলায় ১৪২ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে শুক্রবার দেশজুড়ে ৪৭টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হল ১৯তম রোজগার মেলা। এদিনের এই ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত প্রায় ৫১ হাজার প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নবনিযুক্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেন তিনি। ৪৭টি কেন্দ্রের মধ্যে খড়গপুরেও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং সুপারভাইজার্স ট্রেনিং সেন্টারে। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৪২ জন নবনিযুক্ত প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন, পশুপালন, পঞ্চায়েত ও পল্লী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, খড়্গপুরের বিভাগীয় রেল ম্যানেজার ললিত মোহন পাণ্ডে-সহ রেলের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের কর্মজীবনের সাফল্য কামনার পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের এই বৃহৎ কর্মসংস্থান উদ্যোগের প্রশংসা করে বিশিষ্ট অতিথিরা বলেন, এই ধরনের কর্মসূচি দেশের যুবসমাজকে আত্মনির্ভর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একইসঙ্গে নবনিযুক্তদের নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়। ডিআরএম তাঁর বক্তব্যে জনসেবার গুরুত্ব তুলে ধরে নবনিযুক্তদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন। স্বচ্ছ ও সময়ানুবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া, দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং যুবসমাজের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই রোজগার মেলা কেন্দ্র সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

বিজেপির নাম ভাঙিয়ে সিন্ডিকেট, কাঠগড়ায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ফের তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট চক্রের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের বনগ্রাম এলাকায়। শনিবার সকালে গোপাল মাঠ সংলগ্ন বনগ্রামে একটি গোপন বৈঠকের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে পৌঁছে যায় বিজেপি কর্মীরা। এরপর শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের একাংশের প্রভাব ছিল। শ্রমিক নিয়োগের নামে অর্থ লেনদেন ও তোলাবাজির অভিযোগও উঠেছে। এই অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য শেখ মনি। পাশাপাশি সংগঠনের নেতা আকবর আলী, রসুল মিয়া-সহ আরও কয়েকজনের নামও অভিযোগে উঠে এসেছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরেও পুরনো সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় রয়েছে। এবার বিজেপির নাম ব্যবহার করে নতুন করে তোলাবাজির পরিকল্পনা করা হচ্ছিল বলেই অভিযোগ। সেই উদ্দেশ্যেই বনগ্রামে গোপন বৈঠক ডাকা হয়েছিল বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তদের একাংশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

সন্দেশখালিতে তৃণমূল প্রধানের গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: তৃণমূলের প্রধানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ এলাকার মানুষের। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গ্রামের রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ টাকা এবং একশো দিনের কাজের টাকা লুটপাট করে নিজের পকেটে পুরেছেন প্রধান। তাই তদন্ত করে প্রধানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির বয়ারমারী ২ নম্বর পঞ্চায়েতে। শনিবার বয়ারমারী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সাকদা এলাকায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁদের দাবি, বয়ারমারী ২ পঞ্চায়েতের প্রধান নাবিলাল মোল্লা সবরকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এখনও এইসব এলাকায় মাটির রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে। একাধিক ইটের রাস্তা। এই রাস্তাগুলির জন্য শেষ পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত পাঁচবার করে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টাকা বরাদ্দ হলেই বোর্ড নিয়ে লোকজন নিয়ে মিষ্টি নিয়ে চলে আসতো রাস্তায়। বোর্ড লাগায় মিষ্টি বিতরণ করে ছবি তোলে আবার বোর্ড খুলে ভ্যানে করে নিয়ে চলে যায়। ১০০ দিনের কাজ না করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এইসব ইটের রাস্তা এবং মাটির রাস্তা দিয়ে বর্ষার সময় ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। অসুস্থ রোগীদের কাঁধে করে পাকা রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। ২০২৬ সালে এসেও এখনও মাটির রাস্তা দিয়ে পাঁচটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু সেই মাটির রাস্তা পাকা রাস্তা তৈরি হওয়ার জন্য পাঁচবার টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবি গ্রামের মানুষের। আর এই সব কারণেই সরকার পরিবর্তন হতেই গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে প্রধানের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং এলাকার রাস্তাঘাট উন্নতির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

ইদ ঘিরে প্রশাসনিক বৈঠক চন্দ্রকোনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পবিত্র ইদ উৎসব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে চন্দ্রকোনায় মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতিমূলক প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামগ্রিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভিডিও উৎপল পাইক, ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিলেশ শ্রীকান্ত গাইকোয়াড এবং চন্দ্রকোনা থানার ওসি পুরুষোত্তম পাণ্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা এবং ক্ষীরপাই ফাঁড়ির আইসি। চন্দ্রকোনা পুরসভার চেয়ারম্যান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইদ উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইদ সম্পন্ন করা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মালদায় বহিষ্কার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং দল বিরোধী কাজের জন্যই পুরাতন মালদার এক বিজেপি নেতাকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হল। শুক্রবার রাতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেই পুরাতন মালদার বিজেপির নগর মণ্ডল সভানেত্রী বাসন্তী রায় এই বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদার বিজেপি নেতা শ্যাম বাগচীর বিরুদ্ধে দলীয় প্রার্থী গোপালচন্দ্র সাহার বিরোধিতামূলক অপপ্রচার করার অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিজেপির ওই নেতা মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের এক নির্দল প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে প্রকাশ্যেই দেখা গিয়েছে। এইসব কারণেই মূলত দলবিরোধী কাজের জন্যই তাকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করার হয়েছে বলে জানানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পুরসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন শ্যাম বাগচী। যদিও সেই সময় তৃণমূলের কাছে পরাজিত হতে হয় তাকে। পরবর্তীতে পুরাতন মালদার দলের নগর মণ্ডলের কার্যকর্তা হিসেবেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পুরাতন মালদার বিজেপির নগর মণ্ডল সভানেত্রী বাসন্তী রায় জানিয়েছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচন শুধু নয়, তার আগে থেকেও শ্যাম বাগচী বিরুদ্ধে দল বিরোধী কাজের অভিযোগ উঠেছিল। সবদিক যাচাই করেই তাকে ছয় বছরের জন্য বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সিউড়ি সদর হাসপাতাল এখনও 'ঘুঘুর বাসা', মন্তব্য উদয় শঙ্করের

মৃনালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

সিউড়ি সদর হাসপাতালে 'ঘুঘুর বাসা' এখনও রয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে এমন উপলব্ধির কথা জানালেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি। শনিবার বীরভূম বিজেপির স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের পরিষেবা কেমন চলছে তা সরজমিনে দেখতে আসেন তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে কথা বলেন সাধারণ মানুষ এবং রোগীর সঙ্গে। পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন,'হাসপাতালে পরিষেবা খুব একটা ভালো নেই। অধিকাংশ নার্সদের ব্যবহার ঠিক নেই। চিকিৎসকদের একাংশ প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত।' তবে তিনি এটাও মনে করেন ১৫ বছরের এই 'বদঅভ্যাস' ১৫ দিনে শুধরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের সেবা করা যাদের ব্রত তাঁদের আরেকবার সময় সুযোগ দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন তিনি। বিজেপির মনিটরিং টিম হাসপাতালগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করবে। কোথাও কোনও গাফিলতি নজরে এলে তা দলগতভাবে সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হবে। এরপরও যদি কাজ না হয় তবে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন বিজেপি সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি।

গ্রেপ্তার পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রাজ্যে পালা বদল হতেই একের পর এক দুর্নীতি পরায়ণ এবং ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসা, সন্ত্রাস ও মানুষকে হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার হচ্ছে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা থেকে শুরু করে বুথ লেভেলের নেতৃত্বও। কয়েকদিন আগেই পাণ্ডবেশ্বরের ছোড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, শনিবার সেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও একটি বাড়লো। শনিবার রাতে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ এলাকায় সন্ত্রাস ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা পাণ্ডবেশ্বরের সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠনের সেক্রেটারি কামরুদ্দিন শেখকে। এদিন সকালে পুলিশ তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। যদিও কামরুদ্দিনের দাবি, সে নির্দোষ কোনরকম অবৈধ কয়লা, লোহা, বালি চুরিতে যুক্ত নয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তাকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে।

কুরুরিয়া ডাঙায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের কুরুরিয়া ডাঙা এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আগুনে একটি বাড়ির আসবাবপত্র, জামাকাপড়-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কুরুরিয়া ডাঙা এলাকার বাসিন্দা পরিমল হালদারের বাড়িতে হঠাৎই আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, জ্বলন্ত ধূপকাঠি বা প্রদীপ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। প্রথমে ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই টালির চালের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা বের হতে থাকলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

হাসনাবাদে বিক্ষোভ হিন্দু সুরক্ষা কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন লাগানোর ঘটনায় থানায় এসে অভিযোগ দায়ের। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ হিন্দু সুরক্ষা কমিটির। ঘটনাটি ঘটেছে, হাসনাবাদ বায়লানী এলাকায়। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী নিতাই দাশের নিরাপত্তার দাবিতে হাসনাবাদ থানার দারস্থ হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। গভীর রাতে হাসনাবাদের বায়লানী বাজারে বিজেপি কর্মী নিতাই দাশের দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। আগুনে ভস্মীভূত হয় দোকান। ঘটনার আকস্মিকতায় অসুস্থ হয়ে পরেন নিতাই দাশ। ঘটনায় অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শহিদুল শেখ ও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরের দিন সকালে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বায়লানী বাজারে অবরোধে সামিল হয় ব্যাবসায়ী থেকে এলাকার মানুষ। ঘটনার পর থেকেই নিতাই দাশের পরিবার নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন।

ধৃত তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ ওঠে আসছে। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারও হচ্ছে একের পর এক নেতা। এবার গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি রানা ভট্টাচার্য। বর্ধমান থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে। জানা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী হিংসা, প্রাণনাশের হুমকি ও তোলাবাজির অভিযোগে তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ওরফে রানা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় রানা ভট্টাচার্যের দাবি, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন।

চিকিৎসা ও যাত্রী পরিবহনের হাল ফেরার আশায় সিমলাপালবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: সিমলাপাল ব্লকের বাসিন্দাদের আশা এবার তাদের সমস্যার সমাধান হবে। এই ব্লকে ৭টা পঞ্চায়েত রয়েছে। এই ৭ এলাকাবাসীদের ক্ষোভ গত সরকারের আমলে উন্নয়ন অধরাই রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চরম অবহেলিত। এই ৭ এলাকাবাসীর চিকিৎসার একমাত্র ভরসা সিমলাপাল গ্রামীণ হাসপাতাল। এই হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ জন বহিঃ বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসেন। এখানে ৩০টি বেড থাকলেও ৫০ থেকে ৬০ জন রোগী ভর্তি থাকেন। সত্য সিংহবাবু, মালতি মহাপাত্র ও অনন্ত মহান্তিরা জানান, এই হাসপাতালে এক্সরে-সহ বিভিন্ন পরিষেবা নেই। এবারের ভোটেও এই হাসপাতালের উন্নয়ন ইস্যু করা হয়েছিল। তাদের আশা, এবার হাসপাতালের উন্নয়ন হবে। সব হাসপাতালে বেড বাড়বে বলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সিমলাপাল নাগরিক সমাজের সভাপতি উত্তম পাত্র ও জগন্নাথপুরের বাসিন্দা মঙ্গল প্রামানিক জানান, 'এখনও বাইরে থেকে এক্সরে করাতে হচ্ছে।' স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সৌভিক পাত্র বলেন, 'গত ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছে বিগত সরকার। কৃষক, শ্রমিক, দুঃস্থ অসহায় মানুষকে চিকিৎসা পেতেও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।' এই হাসপাতালের আধিকারিক বিএমওএইচ রামাশিস টুডু জানান, 'এক্সরে অত্যন্ত প্রয়োজন। উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষকে জানানো আছে বিষয়টি।' মাচাতোড়া এলাকার বিজেপি নেতা পিনাকী রঞ্জন মোহান্তি বলেন, ' সিমলাপাল থেকে মাচাতোড়া যাওয়ার রাস্তায় একটি মাত্র বাস দিনে একবার চলাচল করে। এমনকি অনেকদিন চলেও না। এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল ৩০ থেকে ৩২টি গ্রামের মানুষ। চিকিৎসা ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন কাজে বা পঞ্চায়েত অফিস মাচাতোড়া, ব্লক শহর সিমলাপাল, মহকুমা শহর খাতড়া ও জেলা শহর বাঁকুড়া যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। পিনাকী বাবুর সঙ্গে জনসংযোগে বের হওয়া গ্রামবাসীদের বক্তব্য, শালীনদীর ওপর পাথরডাং এলাকায় থাকা কজওয়ে বা নিচু সেতুটি অল্প বৃষ্টিতেই ডুবে যায়। এতে পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। বহু আবেদন নিবেদন করেও লোন লাভ হয় নি। এবার সমস্যার সমাধান হবে আশা তাদের।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
ইন্ডিয়ান ব্যাংক অফিস বিল্ডিং, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৭০০০০১
ইমেল : zokolkatacentral@indianbank.bank.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণ এবং বিশেষভাবে গ্রাহকগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২৫.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে নিম্নোক্ত শাখা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

ক্রম নং	শাখার নাম	শাখার বর্তমান ঠিকানা	শাখার নতুন ঠিকানা
১.	সল্ট লেক সেক্টর ৫	একতলা, ডিএন-১২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১	একতলা, জে-১/১২, ইন্দো-জাপান হরলজিক্যালস লি., ব্লক ইপি, সেক্টর ৫ সল্ট লেক, কলকাতা- ৭০০০৯১

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, স্থানান্তর প্রক্রিয়া এবং স্থানান্তরিত অবস্থায় গ্রাহকদের যাতে কোনও হয়রানি না হয় তার সকল রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের পক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকদের অবগত করা হচ্ছে **২৫.০৫.২০২৬** তারিখ থেকে পরিবর্তন কার্যকর করা হবে।
কোনও কারণে আরও বিস্তারিত জানতে এবং/বা কোনও অসুবিধার কারণে গ্রাহকগণ শাখা ম্যানেজার, সল্ট লেক সেক্টর ৫ শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ২৪.০৫.২০২৬
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল

নতুন মেডিক্যাল কলেজের ঘোষণা স্বপ্নপূরণের পথে দক্ষিণ দিনাজপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। শনিবার অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের যে ৪টি প্রশাসনিক জেলায় এখনও মেডিক্যাল কলেজ নেই (আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল), সেই জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় জমি ও পরিকাঠামো সহ লিখিত প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গে একটি এইমস তৈরির বিষয়েও স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, জেলার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই মেডিক্যাল কলেজ। মুখ্যমন্ত্রীর এই সবুজ সংকেতের ফলে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এর ফলে জটিল চিকিৎসার জন্য আর অন্য জেলায় বা ভিন রাজ্যে ছোটাছুটি করতে হবে না। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই এই মেডিক্যাল কলেজ প্রকল্পটি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। তৎকালীন সময়ে বিরোধী দলগুলি এই ইস্যুটিকে প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেও, বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহলের একটি বড় অংশ। এই ঘোষণার পরেই দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির জোয়ার দেখা দিয়েছে। উন্নত চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করছেন জেলার নাগরিকরা।

অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত সিউড়ি সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বিজেপি সভাপতির পর সিউড়ি সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন। শনিবার দুই দুইবার আচমকা পরিদর্শনে হতচকিত হাসপাতালের সুপার থেকে কর্মীরাও, খুশি রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। শনিবার সাড়ে এগারোটা নাগাদ সিউড়ি সদর হাসপাতালে পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং কর্মী ও হাসপাতাল স্টাফদের অনেকের রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের প্রতি ব্যবহার পছন্দ হয়নি। পরিদর্শনে আসা বিজেপি নেতৃত্বের সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শনিবার দুপুর নাগাদ আচমকায় অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক ধবল জৈন। হাসপাতালে এসে হাসপাতালের পরিকাঠামোর পাশাপাশি দেখলেন রন্ধনশালা। পরীক্ষা করলেন চাল এবং ডিমের গুণমান। কথা বলেন রোগীদের সাথেও। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক জানান, শনি এবং রবিবার বিভিন্ন জায়গায় তারা সারপ্রাইজ ভিজিটে যান। মূলত যে অভিযোগগুলো পান সেই অভিযোগের তদন্ত করতেই তারা আসেন হাসপাতাল গুলিতে। শনিবার এখানে এসে ওয়াশরুম পরিষ্কার আছে কিনা, চিকিৎসকরা ঠিক মতন থাকছেন কিনা, রোগীরা খাবার ঠিক মতন পাচ্ছেন কিনা অথবা ভর্তির সময় কোনও পয়সা নেওয়া হয়েছে কিনা, সেই সব দিকগুলো খতিয়ে দেখেন। শনিবার আউটডোরে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। শুধু তাই নয় ব্লাড ব্যাংকের রক্তের অপ্রতুলতা এবং রক্ত নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন জেলা শাসক। সিউড়ি সদর হাসপাতালের সুপার প্রকাশচন্দ্র বাগ বলেন, 'অভিযোগ নেওয়া আমাদের কাজ।' তবে তিনি স্বীকার করেছেন তারা চাপে থেকে কাজ করতেন। নতুন সরকার আসার পর তারা ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। তাঁর দাবি, অবৈধ পার্কিং বন্ধে ফাইন চালু করা হয়েছে এবং দালাল রাজ বন্ধ করতে মাইকে প্রচার করা হয় হাসপাতাল চত্বরে। তাছাড়া রোগীর সেবা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কার্যত তিনি ব্যর্থ হয়েছেন স্বীকার করে নিয়েছেন।

চন্দ্রকোনায় সুকান্ত দোলুইকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পলাশচাবড়ি ব্যবসায়ী সমিতি ও পলাশচাবড়ি মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে নবনির্বাচিত চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুইকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো হল শনিবার। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা থানার ওসি পুরুষোত্তম পাণ্ডে, পলাশচাবড়ি ব্যবসায়ী সমিতি ও মেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে বিধায়ককে সম্মান জানানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, 'আমি পার্ট টাইম বিধায়ক নই, ফুলটাইম বিধায়ক। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে সব সময় আপনাদের পাশে থাকব।' তিনি ব্যবসায়ী সমিতি ও মেলা কমিটির বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার বিষয়েও আশ্বাস দেন। এদিন এলাকার উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের সুবিধা এবং মেলার সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা নবনির্বাচিত বিধায়কের কাছে এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। ব্যবসায়ী সমিতির এক সদস্য জানান, নদীর পাড়ে বসে থাকা সবজি মার্কেটের জন্য স্থায়ী সেট নির্মাণের দাবি জানালেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি নদীর ভাঙন রুখতে ভঙ্গুর বাঁধের উপর গার্ডওয়াল নির্মাণের দাবিও তোলা হয়। এছাড়াও এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে কিছু স্ট্রিট লাইট বসানোর দাবি জানানো হয় বিধায়কের কাছে।

বালুরঘাটে এইমস ও আইআইটির ঘোষণা অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে এসে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা পরিকাঠামো এবং বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘর পাওয়া নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোস। শনিবার বিকেলে বালুরঘাট সার্কিট হাউসে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ খোলেন। উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগ খণ্ডন করে অধ্যক্ষ এদিন স্পষ্ট জানান, উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই অঞ্চলে 'এইমস' এবং প্রতিটি জেলায় একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। প্রতিটি জেলাতেই মেডিক্যাল কলেজ করার লক্ষ্য রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এখানে একটি এইমস এবং নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার জন্য আর কলকাতা বা ভিন রাজ্যে ছুটতে হবে না। উন্নয়নের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গকে ঢালাও আশ্বাস দিয়ে রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে যে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা আর থাকবে না।' সংকল্প পত্রে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি সরকার একে একে বাস্তবায়িত করবে বলে তিনি দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, এই অঞ্চলে শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আসবে। আগামী দিনে এখানে ধীরে ধীরে আইআইটি ও আইআইএম -এর মতো মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভালোবাসেন। প্রধানমন্ত্রীও এই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সব ধরনের পরিষেবা দেওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পাশাপাশি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও অন্যান্য প্রবীণ বিরোধী বিধায়কদের ঘর পাওয়া সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েও এদিন মুখ খোলেন অধ্যক্ষ। তিনি সরাসরি জানান, বিধানসভায় অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বিরোধী নেতা রয়েছেন। তাঁদের মর্যাদা এবং কাজের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট ঘরগুলো দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহারের উপযোগী করে দেওয়া হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যে তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সেই বার্তাও এদিন তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডেও উড়বে বিজেপির পতাকা, হুঙ্কার দিনেশানন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের আবহে এবার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা। জঙ্গলমহল থেকে ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্যেই সংগঠন আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিতে এক মঞ্চে দেখা গেল একাধিক বিজেপি নেতৃত্বকে। সেই আবহেই বহড়াগোড়ায় অনুষ্ঠিত হল বিজেপির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী বহড়াগোড়ার বৈদ্যনাথ প্যালেসে শনিবার বিজেপির উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন ঝাড়খণ্ড বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ডাঃ দিনেশানন্দ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লদীকান্ত সাউ, বিনপুরের বিধায়ক ডাঃ প্রণত টুডু, নয়াগ্রামের বিধায়ক অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো সহ একাধিক বিজেপি নেতা। অনুষ্ঠানে বিধায়কদের ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান কার্যত শক্তি প্রদর্শনের রূপ নেয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঝাড়খন্ড রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডাঃ দিনেশানন্দ গোস্বামী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শক্তি ক্রমশ বাড়ছে এবং আগামী দিনে ঝাড়খণ্ডেও বিজেপির সরকার গঠিত হবে।' তিনি সীমান্তবর্তী এলাকার বিজেপি কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নয়াগ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমিয় কিস্কু বলেন, 'এবারের নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের জয়।' অন্যদিকে, বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ প্রণত টুডু দাবি করেন, 'বিজেপি কর্মীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলেই এই সাফল্য এসেছে।' ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ বলেন, 'বাংলায় বিজেপির সাফল্য গোটা দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপতু সাউ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ সাহু সহ শতাধিক কর্মী-সমর্থক।

সোলার মিনির উদ্বোধন বিধায়ক বিমান ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামের কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়িয়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পুড়শুড়া বিধানসভার অন্তর্গত শ্রীরামপুর, গৌরাঙ্গপুর, কায়বা ও সাহাপুর এলাকায় সোলার মিনি রিভার লি ইরিগেশন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কৃষক, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিসহ বহু সাধারণ মানুষ। নতুন এই সোলার মিনি প্রকল্প চালু হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেচের সমস্যায় ভুগতে থাকা বহু চাষির কাছে এই প্রকল্প যেন আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। বিধায়ক বিমান ঘোষ উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বলেন, 'কৃষকরা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। গ্রামের চাষিদের কথা ভেবেই এই সোলার মিনি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিদ্যুতের সমস্যা বা ডিজেলের বাড়তি খরচ ছাড়াই কৃষকরা এবার সহজে জমিতে সেচ দিতে পারবেন। এতে যেমন খরচ কমবে, তেমনই চাষের উৎপাদনও বাড়বে। আমরা চাই গ্রামের কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পাক এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠুক।' তিনি আরও বলেন, 'পুরশুড়া বিধানসভায় কৃষির উন্নয়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের সোলার ভিত্তিক সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৃষকদের পাশে থেকে তাদের সমস্যা সমাধানে আমরা সবসময় কাজ করে চলেছি।' এলাকার কৃষকরাও এই উদ্যোগে খুশি। কৃষকদের কথায়, 'গরমের সময় জল সংকট বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। এবার চাষের কাজে অনেক সুবিধা হবে। খরচও কমবে, ফলে লাভ বাড়বে বলে আশা করছি। এই প্রকল্প চালু হওয়ায় চাষের ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত উপকারী হবে।'

মেমারীতে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারীতে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলো ২ জন। ধৃতদের নাম যোগীন্দর সাহানী ও রাখেশ সাহানী। ২ জনেই মেমারী পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড চাক্তিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের দাবি, তারা আদি বিজেপি কর্মী। মারধর ও তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় তারা যুক্ত নয়। তারা আরও দাবি করে, এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা হঠাৎ করে বিজেপি হয়েছে। ৪ মে'র পর রঙ পালটেছে তারা। এই ঘটনার সাথে তারাই যুক্ত। মিথ্যা অভিযোগে তাদের ফাঁসানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, মেমারী চকদিঘি মোড় সংলগ্ন ২টি তৃণমূলের কার্যালয়ের ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। তছনছ করা হয় আসবাবপত্র। ফেলে দেওয়া হয় তৃণমূলের দলীয় পতাকা। শুক্রবার রাতে অশান্তির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেমারি। বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যার পর মেমারির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের চাকতি পাড়ায় বিজেপির একটি বৈঠক চলাকালীন, কিছু তৃনমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে, বিজেপি কর্মীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়।

দুর্নীতির অভিযোগ, ভাতার থানায় মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের এরুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগক তুলে সরব হলেন মহিলারা। শনিবার এরুয়ার গ্রামের মহিলারা থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ হাসমত, উপপ্রধান নীলকান্ত অধিকারী-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, ১০০ দিনের কাজের জব কার্ডে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের অভিযোগও তোলেন তাঁরা। অভিযোগ, ২০২১ সালের পর রাজনৈতিক কারণে বহু গ্রামবাসীকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে মহিলাদের বাড়িতে চড়াও হওয়া এবং প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেন তাঁরা। এদিন ভাতার থানার সামনে জড়ো হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। যদিও অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনো কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।এই বিষয়ে ভাতার থানার পক্ষ থেকে মহিলাদের ব্যবস্থা গ্রহনের আস্বাস দেওয়া হয়েছে বলে মহিলারা জানিয়েছেন।

শ্যামপুরে মৃতদেহ রেখে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ওষুধের দোকানের মালিক এবং হাতুড়ে চিকিৎসকের যোগসাজশে ভুল চিকিৎসায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার শ্যামপুর থানা দেওড়াতে। মৃতের নাম লদীকান্ত হাজরা বয়স ৫০। বাড়ি দেওড়াতে। জানা গেছে, লদীকান্ত বাবুর ছেলের বেশ কিছুদিন আগে পক্স হয়। পরে লদীকান্তবাবুও পক্সে আক্রান্ত হন। স্বাভাবিকভাবেই দেওড়াতে একটি ওষুধের দোকানে চেম্বার করা গ্রামীণ চিকিৎসক জনৈক তানভীর আলী খানের কাছে চিকিৎসা করেন তিনি। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর ক্রমশ অবস্থান অবনতি হচ্ছে দেখে পরিবারের লোকজন লদীকান্ত বাবুকে প্রথমে বাগনান ২ নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় অন্যত্র। এরপর বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ওষুধের দোকানদার এবং ওই গ্রামীন চিকিৎসকের যোগসাজশে ভুল চিকিৎসার জন্য লদীকান্তবাবু মৃত্যু হয়েছে এবং দোষীদের শাস্তি দাবিতে শনিবার সকালে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে পথ অবরোধ করে মৃতের পরিবার ও আশপাশের লোকজন।

সংবর্ধনা সভায় দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি কমিউনিটি হলে নবনির্বাচিত বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির একটি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের নেতা কর্মীরা এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সংবর্ধনা সভায় এসে বিধায়ক তার দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায় বার্তা দেন, এটা বিজেপি দল তৃণমূল নয় তাই কেউ যদি মনে করে তৃণমূলের নেতাদের মতো আচরণ করবে বিজেপিতে থেকে তাহলে বিজেপিতে তার জায়গা হবে না। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, যারা একেবারে সামনে সারিতে থেকে নির্বাচনে দলের হয়ে কাজ করেছিল তাদেরকে আগামী পঞ্চাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। তবে পঞ্চায়েতে মানুষের মন পেতে দলেরই নেতাকর্মীদের নিজস্ব উদ্যোগ লাগবে। বিধায়ক বলেন, 'কেউ যদি মনে করে বিজেপিতে থেকে তৃণমূলের নেতাদের মত করে জীবনযাপন করবে তাহলে সে ভুল ভাবছে। তাই সকলকে সংযত হতে হবে এবং মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে হবে।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'আগামীর পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভ করার জন্য মানুষের ভোটেই জয়লাভ করতে হবে কোনরকম অসৎ উপায়ে জয়লাভের জায়গা নেই বিজেপিতে।' পাশাপাশি বিধায়ক মঞ্চে সংবর্ধনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এত টাকার ফুলের তোড়া দিয়ে যে সংবর্ধনার আয়োজন এটা বন্ধ হোক। একটা চন্দনের ফোঁটা দিয়েই সংবর্ধনা দেওয়া যায়। যে টাকা দিয়ে ফুলের তোড়া কেনা হচ্ছে, সেই টাকায় এলাকায় দুঃস্থ গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বই খাতা কিনে দিলে আমি বেশি খুশি হব।'

ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে কালনার সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমানের কালনার মেয়ে। পৃথিবীর সাত সমুদ্র সাঁতরে পার করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ওপেন ওয়াটার সাঁতারু সায়নী দাস। ইতিমধ্যেই ছ'টি সমুদ্র সফলভাবে পেরিয়েছেন তিনি। এবার লক্ষ্য জাপানের ভয়ংকর সুগারু চ্যানেল। তবে আর্থিক বাধায় থমকে যাচ্ছিল স্বপ্ন। সেই সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জেলা প্রশাসন ও বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশন।

পৃথিবীর সাত সমুদ্র জয় করার স্বপ্ন নিয়ে বহুদিন ধরেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃতি সাঁতারু সায়নী দাস। ইতিমধ্যেই বিশ্বের ছ'টি চ্যানেল সাঁতরে পার করে নজির গড়েছেন তিনি। এবার তাঁর লক্ষ্য জাপানের সুগারু চ্যানেল।যা জাপানের হোনশু ও হোক্কাইডো দ্বীপকে পৃথক করেছে। তবে এই আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থাভাব। জাপানের সুগারু প্রণালী পার করতে প্রয়োজন ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ৯ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হলেও, বাকি ৫ লক্ষ টাকার অভাবে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে সায়নীর বহু বছরের স্বপ্ন। এরপরই সাহায্যের জন্য তিনি দ্বারস্থ হন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালের কাছে। আর তারপরেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশন। জেলাশাসকের কক্ষে অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সায়নীর হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। সায়নী দাস জানিয়েছেন, 'আমি একজন ওপেন ওয়াটার সুইমার। পৃথিবীর সাতটি সমুদ্র সাঁতরে পার করার লক্ষ্য নিয়েছি। তার মধ্যে ছ'টি ইতিমধ্যেই পার করেছি। শেষ সমুদ্র জাপানের সুগারু। এই স্পোর্টস অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর্থিক সমস্যার কারণে প্রস্তুতিতে সমস্যা হচ্ছিল। জেলা প্রশাসন ও রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। বাংলা নয়, দেশের জাতীয় পতাকা বিদেশের মাটিতে ওড়াতে চাই।' আগামী জুন মাসে ভারত থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন সায়নী। জুলাইয়ের ৩ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে মিলবে সুগারু চ্যানেল পার করার অনুমতি। এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তিনি। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, 'সায়নী ইতিমধ্যেই ছ'টি চ্যানেল পার করেছে। এবার সপ্তম চ্যানেলের জন্য জাপানে যাচ্ছে। আমরা শুধু সামান্য আর্থিক সহায়তা করেছি। সায়নী আজ গোটা দেশের গর্ব।' অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম আর লড়াইয়ের গল্প যেন সায়নী দাস। এবার লক্ষ্য বিশ্বের সপ্তম সমুদ্র জয় করে দেশের জাতীয় পতাকা উড়ানো। এখন গোটা বাংলার নজর জাপানের সুগারু চ্যানেলের দিকে।

রোজগার মেলায় দেশের উন্নয়নের খতিয়ান মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: ভারত আজ উন্নয়নের পথে এতো দ্রুত এগোচ্ছে যে গোটা বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় শামিল হতে চায়। রোজগার মেলা থেকে দেশের উন্নয়নের খতিয়ান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি, বহু সেক্টরে ভারত সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলি যৌথভাবে (পিপিপি মডেলে) কাজ করছে। তাতে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কর্মসংস্থান এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনি নিজে শহরাঞ্চলে দ্রুত পিএনজি সংযোগ করার জন্য কলের মিস্ত্রি পর্যন্ত পাননি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, 'জাহাজ নির্মাণ থেকে সেমিকন্ডাক্টর হাবে লক্ষ লক্ষ দক্ষ তরুণদের কর্মসংস্থান হবে।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি স্টার্ট আপ সংস্থা ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড, আগামী দিনে এই সংস্থাগুলি আরও রোজগারের ব্যবস্থা করবে। এদিন রোজগার মেলা থেকে খানিকটা রসিকতার সুরেই প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'আমি আমার স্বচ্ছতার অভিযানের কথা কখনও মানুষকে ভুলতে দিই না। নিজেও ভুলি না। জল জীবন মিশনে এত নলের মিস্ত্রি (প্লাম্বার) যুক্ত রয়েছেন যে শহরে পিএনজি কানেকশন দেওয়ার জন্য মিস্ত্রি খুঁজে পাচ্ছি না। সবাই জল জীবনে কাজ করছে। এদিকে এনার্জি সংকটের আবহে শহরে দ্রুত গতিতে পিএনজি পরিষেবা দিতে হত, কিন্তু আমি নিজে প্লাম্বার খুঁজে পেলাম না। ভাবুন, আজকাল কাজ করার লোক চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কর্মসংস্থান নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের জবাব দিতে বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত 'রোজগার মেলা' করছেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার এমনই এক রোজগার মেলায় ৪৭ শহরে ৫১ হাজার যুবক-যুবতীর হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সরকারের বিভিন্ন স্তরে চাকরি পেয়েছেন ওই ৫১ হাজার চাকরিপ্রার্থী। ওই রোজগার মেলা থেকেই মোদি দাবি করেন, আজ বহু সেক্টরে ভারত সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে। তাতে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। গ্রাম, ছোট শহর এবং দূরদূরান্তের এলাকা যখন উন্নয়নে শামিল হয়, তখনই প্রকৃত উন্নয়ন হয়। আজ দেশের যে কোনও প্রান্তে ১০০ কিলোমিটার গেলেই দেখবেন কোনও না কোনও সরকারি কাজ হচ্ছে। আপনারা যারা সরকারি চাকরি করবেন তাঁদের কাজই হবে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করা। ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস বাড়ানো।

তাপপ্রবাহের জের, তেলঙ্গানার সাত জেলায় মৃত্যু ১৬ জনের

অমরাবতী, ২৩ মে: গরমে পুড়ছে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। উত্তর থেকে পূর্ব, বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাপপ্রবাহের কবলে। সেই তালিকায় রয়েছে তেলঙ্গানাও। গরমের মরশুমে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তেলঙ্গানা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটি (টিজিডিপিএস)-র তথ্য বলছে, রাজ্যের ১৬টি জেলা তাপপ্রবাহের কবলে। বেশ কয়েকটি জেলাতে তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, রাজ্যে এখনই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বদলানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী দু'দিন দিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে।

রাজ্য আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, তেলঙ্গানার ১৬টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা কুমারম ভীম আসিফাবাদ জেলার সিরপুরে। সেখানে তাপমাত্রা ৪৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরেই রয়েছে জগতিয়ালের ধর্মপুরী, করিমনগরের গঙ্গাধারা, মানচেরিয়ালের কাসিপেট, নিজামাবাদের ইয়েরগাটলা, পেড্ডাপল্লির কামানপুর, রাজন্না সিরসিলার কোনারাওপেটা, সূর্যপেটের মোথে। ৪৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে হনুমানকোন্ডার কামালপুরে, জয়শঙ্কর ভূপালপল্লির মোগুলাপল্লি, খাম্মামের খাম্মাম, মুলুগু জেলার এটুরুনগরম, নির্মলের খানপুর। মহবুবানগরের থোরুরে ৪৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তালিকায় রয়েছে সিদ্দিপেটের কোহেড়া, আদিলাবাদের পর্বতগিরি। জনগাঁওয়ের চিলপুরে ৪৫.৮, আদিলাবাদের ইন্দ্রভেল্লিতে ৪৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের যে ৫০টি তপ্ত শহরের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল শুক্রবার, সেই তালিকায় তেলঙ্গানার বেশ কয়েকটি শহর ছিল। রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, সাতটি জেলা থেকে মৃত্যুর খবর এসেছে। চার জনের মৃত্যু হয়েছে জয়শঙ্কর ভূপালপল্লি জেলায়। তিন জন করে মারা গিয়েছেন ওয়ারাঙ্গল আর্বান, করিমনগর এবং নিজামাবাদে। সূর্যপেট, জগুলাম্বা গাড়োয়াল, রঙ্গারেড্ডি জেলায় এক জন করে মারা গিয়েছেন।

মৃতদের পরিবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও করেছে রাজ্য সরকার।

তামিলনাড়ুতে নাবালিকাকে অপহরণ করে খুন, গ্রেপ্তার ২

চেন্নাই, ২৩ মে: বাড়ির সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক দিন পরে জলাশয়ের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১০ বছরের ওই নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাত্তুরের সুলুরের ওই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে। অভিযোগ, তাকে খুন করা হয়েছে। তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় এই হত্যাকাণ্ডকে 'অমানবিক এবং ক্ষমার অযোগ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশনও। তামিলনাড়ুর পুলিশপ্রধানকে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মহিলা কমিশন। পিটিআই জানাচ্ছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুলুরে বাড়ির কাছেই খেলছিল ওই নাবালিকা। পুলিশ সূত্রে এনডিটিভি জানাচ্ছে, ওই সময় কাছেই একটি মুদির দোকানের দিকে যাচ্ছিল সে। অভিযোগ, সেই সময়েই তাকে অপহরণ করা হয়। পরের দিন, শুক্রবার সুলুরের কান্নামপালায়াম হ্রদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম কার্তিক এবং মোহনরাজ। নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে সুলুর থানার সামনে বিক্ষোভও দেখান তার বাবা-মা এবং আত্মীয়েরা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত মেয়ের দেহ মর্গ থেকে নিয়ে যাবে না, এমন মন্তব্যও করে পরিবার। বিজয় আরও লেখেন, 'ঘটনায় জড়িত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি এই ঘটনার দ্রুত বিশদ তদন্ত করতে হবে। চার্জশিট পেশ করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে যারা এমন জঘন্য অপরাধমূলক কাজ করে, তাদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করবে তামিলনাড়ু সরকার।' তামিলনাড়ুর এই হত্যাকাণ্ডে ইতিমধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। নাবালিকাকে খুনের ঘটনায় পুলিশ কী পদক্ষেপ করছে, তা নিয়ে সাত দিনের মধ্যে একটি 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দিতে বলা হয়েছে তামিলনাড়ু পুলিশের ডিজি-কে।

ময়দান

শ্রেয়সের শতরানে প্লে অফের লড়াইয়ে টিঁকে পঞ্জাব, প্রবল চাপে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে জিততেই হত। সেই কঠিন চাপের ম্যাচে দুরন্ত ব্যাটিং করে পঞ্জাব কিংসকে দারুণ জয় এনে দিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার ও প্রভসিমরন সিংহ। লখনউ সুপার জায়ান্টসকে সাত উইকেটে হারিয়ে আবারও ছন্দে ফিরল পঞ্জাব। টানা ছয় ম্যাচ হারের পর এই জয় শুধু আত্মবিশ্বাসই ফেরাল না, প্লে-অফের দৌড়েও তাদের টিকিয়ে রাখল। অন্যদিকে, লখনউয়ের হতাশাজনক মরসুম শেষ হল পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলায় থেকে। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে লখনউ ছয় উইকেটে ১৯৬ রান তোলে। শুরুটা খারাপ না হলেও মাঝের ওভারগুলিতে রান তোলার গতি কমে যায়। ১৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই ধাক্কা খায় পঞ্জাব। মহম্মদ শামির বলে শূন্য রানে ফিরে যান প্রিয়াংশ আর্য। কিছুক্ষণ পর কুপার কোনোলিও আউট হন। তখন মনে হচ্ছিল, চাপের মুখে আবার ভেঙে পড়তে পারে পঞ্জাব। কিন্তু সেখান থেকেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন প্রভসিমরন ও শ্রেয়স। অধিনায়ক শ্রেয়স শুরু থেকেই দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। চাপের ম্যাচে তাঁর ব্যাটিং ছিল অসাধারণ ঠান্ডা মাথার ও আক্রমণাত্মক। প্রভসিমরনের সঙ্গে ৭৬ বলে ১৪০ রানের বিশাল জুটি গড়ে ম্যাচ পুরোপুরি পঞ্জাবের দিকে টেনে আনেন তিনি। প্রভসিমরন আউট হওয়ার পরও থামেননি শ্রেয়স। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু জয় নয়, নেট রানরেটও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই শেষের দিকে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন।বিশেষ করে মহম্মদ শামির এক ওভারে টানা তিনটি ছক্কা মেরে ম্যাচ দ্রুত শেষ করার বার্তা দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের প্রথম আইপিএল শতরানও পূর্ণ করেন পঞ্জাব অধিনায়ক। মাত্র ৫১ বলে তাঁর শতরান আসে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এমন ইনিংস নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'বাপি বাড়ি যা' শটে মাতালেন বাংলার 'মহারাজ'

লর্ডসের ১৩১ থেকে গলির ১৩২, ফের ব্যাট হাতে নস্ট্যালজিয়ায় সৌরভ

নস্ট্যালজিয়ায় ফিরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মেতে উঠলেন গলি ক্রিকেটে।

মেঘনাদ: ক্রিকেট মাঠে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং আজও সমর্থকদের মনে গেঁথে রয়েছে। বহুদিন পর সেই পুরনো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গেল একেবারে অন্য মেজাজে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নয়, নেই আলো ঝলমলে স্টেডিয়ামও। বরং গলি ক্রিকেটের আবহেই ফের ব্যাট হাতে নস্ট্যালজিয়ায় ডুব দিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ছোটবেলার স্মৃতি ফিরিয়ে এনে গলি ক্রিকেটে মেতে উঠেছেন সৌরভ। সেখানে তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়েছে চেনা শট, সঙ্গে ছিল সেই বিখ্যাত 'বাপি বাড়ি যা' মেজাজও। একের পর এক চার-ছক্কা হাঁকিয়ে মজার ছলেই তৈরি হওয়া ম্যাচে ৬৮ বলে ১৩২ রান করেন তিনি। ভিডিওয় লর্ডসে তাঁর ঐতিহাসিক টেস্ট অভিষেকের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। ১৯৯৬ সালে লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই ১৩১ রান করেছিলেন সৌরভ। প্রায় তিন দশক পর গলি ক্রিকেটের 'অভিষেক'-এ সেই সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গেল তাঁর ব্যাট।

কলকাতার বৈঠকেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্নেন্স অ্যাক্ট গৃহীত এআইএফএফে, শুভেচ্ছা সৌরভ পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণ চৌবের সভাপতিত্বে ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামোয় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল কলকাতায়। শনিবার শহরে এআইএফএফ-এর বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল ২০২৫ সালের ন্যাশনাল স্পোর্টস গর্ভনেন্স অ্যাক্ট (এনএসজিএ)। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে ক্রীড়ামহল। শনিবার আয়োজিত এই বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এআইএফএফ-এর ১৯ জন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার ৩২ জন প্রতিনিধি এবং ফিফা ও এএফসি-র প্রতিনিধিরা। দীর্ঘ আলোচনার পর সাধারণ সভা সর্বসম্মতিক্রমে এনএসজিএ গ্রহণের অনুমোদন দেয়। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল বলেন, 'সর্বসম্মত ভাবে এআইএফএফ-এর সাধারণ সভায় ন্যাশনাল স্পোর্টস গর্ভনেন্স অ্যাক্ট গৃহীত হওয়া ভারতীয় ফুটবলের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। কলকাতায় এই সিদ্ধান্ত হওয়ায় আমরা গর্বিত। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।'

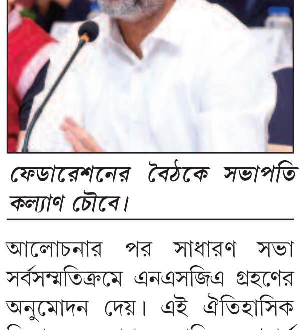

ফেডারেশনের বৈঠকে সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

ময়দানের এক আবেগের নাম টুটু বসু। গত ১২ মে প্রয়াত হন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি তথা ক্রীড়াজগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিভাবক। শুক্রবার বালিগঞ্জে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল পারলৌকিক ক্রিয়া ও স্মরণ অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থেকে প্রাক্তন এই কর্তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানান সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Contai Highway Sub Division, P.W. (Roads) Dte at Contai, district Purba Medinipur invites e-Quotation No. 01 of 2026-27 for 3 (Three) nos. work related to civil works. Tender ID : 2026_WBPWD_5014365 Bid submission closing date 08/06/2026 2.00P.M. hrs. (online). Details will be available at **http://etender.gov.in**, **www.wbpwd.gov.in** & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on any working day. Sd/- Sujit Mondal Assistant Engineer,Contai Highway Sub-Divn. P.W. (Roads) Dte.
ICA- T8457(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Supply of license free walkie talkies under R G Kar Electrical SD for internal smooth communication." e-N.I.Q No.: 17/Q of 26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014419_1. Bid Submission Start: 23/05/2026, Bid Submission Closing: 09/06/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division
ICA- T8503(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. **WBPWD/AE-KRESD/NIQ-02/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014395_1** for "Supply and Fixing of Air Conditioning machines at Governor's Study at First Floor of Main Building Lok Bhavan Kolkata." Last date of bid submission is 05.06.2026 upto 1:00 P.M. Other details may be seen at Website: http://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division.
ICA- T8459(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/KMCESD/PW Dte. invite online tender for the work of "Emergent replacement of old and weak batteries of UPS system installed at Eden, Green & M.C. Hub buildings of Medical College and Hospital, Kolkata."NIQ No. :- WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-06/2026-27 Tender Id 2026_WBPWD_5014396_1. Bid Submission Start Date:01/06/2026 Bid Submission Closing Date : 08/06/2026 up to 01:00 PM. Sd/-A. Bose/AE/KMCESD/PW Dte.
ICA- T8485(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIQ Reference No:WBPW(R)D/EE/SMD/ NIQ-03/2026-27 Dt. 12.05.2026. e-Tender Id: 2026_WBPWD_5013937_1 Supply of Engine Room Tindal for Crews of mechanically propelled vessel, MV Sagarini utilizing for transshipment of goods carrying trucks and other vehicles across Muriganga river inland waterways. Please read Bid submission end date (Online) 01.06.2026 at 11:00 AM. in place of 22.05.2026 at 11:00 AM. Please read Technical Bid opening date (Online) 03.06.2026 at 11:15 AM. in place of 25.05.2026 at 11:10 AM. Sd/-Executive Engineer, Southern Mechanical Division, P.W. (Roads) Directorate
ICA- T8488(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub Division, P.W.D, invite online e-Tender for the work of "Urgent Installation of Wall, Ceiling & Exhaust Fan at BC Roy PGIPS ,Beliaghata Campus." WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-05/Q of 26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014403_1. Bid Submission Closing date (Online): 02.06.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-ASSISTANT ENGINEER, P.W.D NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION.
ICA- T8493(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD. e-NIT
Executive Engineer (A-I), SWI Division No. 1, Midnapore, WRI&DD invites e-tender for net-work monitoring of water level and collection of water samples for chemical analysis in 21 nos. blocks of Paschim Medinipur, district of 116 nos. PHS under the Executive Engineer (A-I) Midnapore SWI Division No.- I under core sector programme for the financial year 2026-27 vide e-NIT No- SWID/EE(AI)/ MID/ eNIT-22/25-26 (2nd Call) ID- **2026_SWID_1025032_1,** estimated value is Rs. 307268.00, and **last dropping date 10/06/2026 at 11:00 AM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/- Executive Engineer (A-I), SWID No. 1, Midnapore
ICA- T8452(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Kalyani Electrical Sub- Division invites online Tender for the work:- Establishment of Advanced Virus and other Pathogens Diagnostic and Testing Service Centre for Plant Propagation Materials for the benefit of the Farmers and Entrepreneurs in West Bengal under RKVY-RAFTAAR near SSMP B.C.K.V., Mohanpur -- Modification of Service Connection. e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT-29/KLY(2nd call) of 2025-26. Tender ID: 2026_WBPWD_5014410_1. Bid Submission Start Date (Online) 25.05.2026 at 2:00 PM. Bid Submission Closing Date (Online) 02.06.2026 at 4:00 PM Pre meeting Date: 25.05.2026 at 1:00 PM. Sd/- B. Saha. Assistant Engineer, PWD Kalyani Electrical Sub-Division Kalyani, Nadia.
ICA- T8481(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Construction of plant and manifold room with connecting bridges for set up of MGPS connection for new 100 bedded building, Habra SGH - EI work." NIT No: 154/T of 25-26 2nd Call of AE/BESD, Tender id: 2026_WBPWD_5014413_1. Bid Submission Start date (Online): 22.05.2026, Bid Submission Closing date (Online): 03.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P. Nandi ASSISTANT ENGINEER, P.W.D., BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T8501(1)/2026

আসানসোল ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

আসানসোল ডিভিশনের বর্দ্ধমান-আসানসোল শাখার পানাগড় স্টেশনে প্যানেল ইন্টারলকিং-কে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এ রূপান্তরের জন্য, **২৪.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ২৬.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং** এবং **২৭.০৫.২০২৬ তারিখে নন-ইন্টারলকিং** কাজ করা হবে, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

• **প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ ঃ ১। ২৪.০৫.২০২৬ তারিখে (রবিবার) ১২.০০ ঘঃ থেকে ১৮.০০ ঘঃ পর্যন্ত** ঃ ডাউন/লুপ লাইনে (০৬ ঘণ্টা), ডাউন-২ ও আপ/লুপ-৩ লাইনে (০৩ ঘণ্টা) এবং গুডস্ শেড লাইনে (০৩ ঘণ্টা)। ২। **২৫.০৫.২০২৬ তারিখে (সোমবার) ১২.০০ ঘঃ থেকে ১৮.০০ ঘঃ পর্যন্ত** ঃ ডাউন-২ লাইনে, ডাউন-লুপ-১ ও ২ লাইনে (০৬ ঘণ্টা), আপ/লুপ-১ ও ৩ লাইনে (০৩ ঘণ্টা)। ৩। **২৬.০৫.২০২৬ তারিখে (মঙ্গলবার) ১২.০০ ঘঃ থেকে ১৮.০০ ঘঃ পর্যন্ত** ঃ ডাউন/লুপ-১, ২ ও ৩ লাইনে (০৬ ঘণ্টা)।

• **নন-ইন্টারলকিং কাজ ঃ ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে (বুধবার) ঃ ১। কমপ্লিট ব্লক ঃ ১৩.১৫ ঘঃ থেকে ১৫.১৫ ঘঃ পর্যন্ত** সকল লাইনে। ২। **ব্লক ঃ ১৫.১৫ ঘঃ থেকে ১৭.১৫ ঘঃ পর্যন্ত** আপ-২ লাইনে ও ডাউন-২ লাইনে।

ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

এমইএমইউ/প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল

• **২৪.০৫.২০২৬, ২৫.০৫.২০২৬, ২৬.০৫.২০২৬ ও ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে ঃ** ১. **৬৩৫১৮** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ২. **৬৩৫২২** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৩. **৬৩৫১৩** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৪. **৬৩৫১৫** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার।

• **২৭.০৫.২০২৬ তারিখে ঃ** ১. **৬৩৫১১** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ২. **৬৩৫১৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৩. **৬৩৫৪৯** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৪. **৬৩৫৫০** অন্ডাল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৫. **৬৩৫৫২** আসানসোল-অন্ডাল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৬. **৬৩৫১৭** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৭. **৬৩৫২৪** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৮. **৬৩৫১৪** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার, ৯. **৬৩৫২১** বর্দ্ধমান- আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল

• **২৭.০৫.২০২৬ তারিখে ঃ** ১. **২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ী হুল এক্সপ্রেস, ২. **২২৩২২** সিউড়ী-হাওড়া হুল এক্সপ্রেস।

ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

• **৬৩৫০৯/৬৩৫১০** বর্দ্ধমান-ঝাঝা-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৫.২০২৬, ২৫.০৫.২০২৬ ও ২৬.০৫.২০২৬) ট্রেন আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/আসানসোলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং উভয় অভিমুখে বর্দ্ধমান ও আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। • **৬৩৫১৯/৬৩৫২০** বর্দ্ধমান-বোকারো স্টিল সিটি-বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫.২০২৬) ট্রেন আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/আসানসোলে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং উভয় অভিমুখে বর্দ্ধমান ও আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে।

ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

১। **১৩০৩৭** হাওড়া-দেরাদুন কুম্ভ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫.২০২৬), ২। **১৩১৫১** কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫.২০২৬) ও ৩। **১১৪৪৮** হাওড়া-জবলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৫.২০২৬) ট্রেনগুলি যাত্রাপথে ৭৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ৪। **১২৩৮২** নিউ দিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৫.২০২৬) ট্রেনটি যাত্রাপথে ৬০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ৫। **০৪৬২৪** অমৃতসর-কলকাতা স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৫.২০২৬) ও ৬। **০৯৭০৯** খাতিপুরা-হাওড়া স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৫.২০২৬) ট্রেনগুলি যাত্রাপথে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে (দেরিতে চললে)। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 01/R of 2026-2027 of Assistant Engineer, Raghunathganj Highway Sub Division, P.W. (R) Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & time for receipt of application for obtaining permission to purchase tender forms: **08.06.2026 up to 16.00 hrs** Memo No. 159, Dated: 20.05.2026 of Assistant Engineer, Raghunathganj Highway Sub Division, P.W.(R) Dte.
Sd/- Assistant Engineer, Raghunathganj Highway Sub Division, P.W.(R)Dte.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in** লিঙ্ক -এর অধীনে দেখা যাবে। এরূপ ই-টেন্ডারের প্রেক্ষিতে অফার শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply** লিঙ্ক অ্যাক্সেস করে বৈদ্যুতিনভাবে জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কে অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা, যদি থাকে, বিশদে জানার জন্য ভেন্ডররা নিচের আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন ঃ **ডেপুটি সিএমএম/পি/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭২১** অথবা **এএমএম/পি, ৯১৬৩৩৪২৭৪৬** (বিজ্ঞপ্তি নং ক এবং খ-এর জন্য) এবং **ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭১১** অথবা **এএমএম/এইচকিউ, ৯১৬৩৩৪০৭১৩** (বিজ্ঞপ্তি নং গ-এর জন্য) । **অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস।

[ক] নং. ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২০/০৫/২০২৬। ক্রঃ নং. ঃ [১]। টেন্ডার নং. ঃ ৭৪২৬৩৭৮১। সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ড্রইং নং ১২০৯-০১.১১৬-০৫৯, অল্ট.-৫ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি/ডব্লুএপি-৭ লোকোমোটিভের জন্য এয়ার ব্রেক সিলিন্ডার ব্যতীত ব্রেক গীয়ার ব্যবস্থা এবং বিশদ। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ১০৭১.০০ সেট। বায়না রাশি জমা (টাকা) ঃ** ৫০,০০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ১৫/০৬/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

[খ] নং. ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২১/০৫/২০২৬। ক্রঃ নং. ঃ [১]। টেন্ডার নং. ঃ ৭৪২৬৩৭৮০। সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ড্রইং নং ০১/০৩/১৯/৫৬, অল্ট.-১২ অনুযায়ী এয়ার ব্রেক সিলিন্ডার। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ৮৬৭৪.০০ সেট। বায়না রাশি জমা (টাকা) ঃ** ২০,০০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ১৭/০৬/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

[গ] নং. ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২১/০৫/২০২৬। ক্রঃ নং. ঃ [১]। টেন্ডার নং. ঃ ৭৩২৬৩৭০০। সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য ড্যাম্পারের সেট মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/এমএস/৩/০০৯, অল্ট.-৩ অথবা সাম্প্রতিক; ১২০৯-০১.২১৫-০১৪ রেফ.১ অল্ট.-২; ১২০৯-০১.২১৫-০১৪ রেফ.৩ অল্ট.-২; ১২০৯-০১.২১৫-০১৪ রেফ.২ অল্ট.-২; ১২০৯-০১.২১৫-০১৪ রেফ.৪ অল্ট.-২। [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৭২ মাস]। **পরিমাণ ঃ ৭৭৯.০০ সেট। বায়না রাশি জমা (টাকা) ঃ** ২০,০০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ১৫/০৬/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

[PR4/356] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন ঃ **www.facebook.com/clwrailways**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

রবিবার ● ২৪ মে ২০২৬ ● পেজ ৮

হৃদয়ের মানবচেতনাই লালন বাউল গানের অগ্রদূত

বেবি চক্রবর্তী

লালন ফকিরকে ঘিরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যে আলোচনার ধারা আজও প্রবাহিত, তা শুধু একটি লোকগানের ঐতিহ্য নয়;বরং একটি দার্শনিক আন্দোলন, সামাজিক সমালোচনা এবং মানবতাবাদী চিন্তার ধারাবাহিকতা। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া দরবার থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত লালনের গান ও দর্শন নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে লালনের জীবন, গান ও দর্শন নিয়ে গবেষণা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আগ্রহ আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে লালন ফকিরকে ঘিরে একটি বিশ্লেষণধর্মী সংবাদধর্মী প্রতিবেদন তুলে ধরা হল।

ইতিহাস ও কিংবদন্তির মিশেল লালন ফকিরের জন্ম নিয়ে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য আজও বিতর্কিত। কেউ বলেন তিনি ঝিনাইদহ অঞ্চলে জন্মেছিলেন, আবার কেউ বলেন তিনি কুষ্টিয়ার হার্ডিঞ্জ বা কুমারখালী অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। তার জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে তৎকালীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে, যেখানে ধর্ম, জাত, বর্ণ এবং সামাজিক শ্রেণিবিভাজন মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত। তাঁর জীবনকাহিনিতে সবচেয়ে আলোচিত অংশ হলো তার আধ্যাত্মিক জাগরণ। কথিত আছে, একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে এক মুসলিম ফকির বা সাধু সমাজের সংস্পর্শে এসে নতুন জীবনদর্শন লাভ করেন। তবে এসব কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, তাঁর সেই গানের মধ্য দিয়ে যে মানবতাবাদী দর্শন উঠে এসেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়া আজও তার অনুসারীদের মিলনস্থল। এই আখড়া শুধু একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এখানে লালনের গান চর্চা করা হয়, আলোচনা হয় তার দর্শন নিয়ে এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা এখান থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন।

প্রতি বছর দোল পূর্ণিমা এবং লালন তিরোধান দিবসে এখানে বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউল, সাধু, গবেষক এবং দর্শনার্থীরা এখানে এসে একত্রিত হন। এই মিলনমেলা লালনের দর্শনের জীবন্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে। জাত, ধর্ম ও বিভাজনের বাইরে মানুষ

লালনের দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। তিনি ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে আনুষদ পরিচয়কেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তার গানে বারবার প্রশ্ন উঠে এসেছে;মানুষের প্রকৃত পরিচয় কী? ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কি মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে পারে, নাকি অন্তরের সাধনাই আসল পথ?

লালন ফকির যিনি লালন শাহ নামেও পরিচিত। বাংলা লোকসংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক দর্শন এবং বাউল সংগীতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি শুধু একজন গায়ক বা কবি নন;তিনি ছিলেন এক দার্শনিক, সমাজসংস্কারক এবং মানবতাবাদী চিন্তকের প্রতীক। তাঁর গান ও দর্শন আজও বাংলার গ্রাম-শহর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত;সব শ্রেণির মানুষের চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে;কেউ বলেন তিনি কুষ্টিয়ার হরিশপুরে জন্মগ্রহণ করেন, আবার কেউ বলেন তিনি ঝিনাইদহ অঞ্চলের মানুষ। তবে তাঁর জীবন কাটে মূলত কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায়, যেখানে তিনি তাঁর আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং অসংখ্য শিষ্য গড়ে তোলেন।

তিনি ছিলেন এমন এক সময়ের মানুষ, যখন সমাজে জাত-পাত, ধর্মীয় বিভাজন এবং কুসংস্কার প্রবল ছিল। লালন সেই বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবধর্মের কথা বলেছেন।

লালনের জীবন ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর

লালনের জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় দিক হলো তাঁর আধ্যাত্মিক জাগরণ। জনশ্রুতি আছে, তিনি একবার তীর্থযাত্রায় গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে একজন মুসলিম ফকির তাঁকে আশ্রয় দেন এবং সেখান থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর মধ্যে জাত-ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন এক বাউল সাধক। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের পরিচয় কোনো ধর্মে নয়, বরং মানবতার মধ্যেই নিহিত।

বাউল দর্শন মূলত একটি আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী জীবনদর্শন। লালন এই দর্শনের অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে বিবেচিত।

বাউলদের মতে, ঈশ্বর বাইরে নয়, মানুষের ভেতরেই অবস্থান করেন। এই ধারণাকে লালন তাঁর গানে বারবার তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত দর্শন হলো;

‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’

এই ধারণা বলে, সত্যিকারের সাধনা হলো মানুষকে বোঝা এবং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া।

লালন ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানের কঠোরতা মানতেন না। তিনি বলতেন, ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে, কিন্তু সত্যিকারের ধর্ম হলো মানবতা।

লালনের গান শুধু সংগীত নয়, এটি এক ধরনের দার্শনিক কবিতা। তাঁর গানে সহজ ভাষায় গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি সাধারণ গ্রামীণ ভাষা ব্যবহার করতেন, যাতে সাধারণ মানুষও তাঁর ভাবনা বুঝতে পারে। তাঁর কিছু গানের মূল বিষয়গুলো হল;মানব পরিচয় আত্মা ও দেহের সম্পর্ক, ধর্মীয় বিভাজনের সমালোচনা। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। আত্মসন্ধান উদাহরণস্বরূপ, তাঁর একটি ভাবধারা হলো;

‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে’

এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি জাতপাতের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

সমাজচিন্তা ও মানবতাবাদ

লালন ছিলেন সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা একজন চিন্তক। তিনি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, বিশেষ করে জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভাজন এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন।

তিনি মনে করতেন; মানুষই সবচেয়ে বড় পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় গৌণ। আচার নয়, অন্তরের শুদ্ধতাই গুরুত্বপূর্ণ

তাঁর চিন্তাধারা আজকের আধুনিক মানবাধিকারের ধারণার সাথেও অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ছেঁউড়িয়ার আখড়া ও লালনের শিষ্যরা

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়া ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্র। এখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সাধনা ও সংগীতচর্চা করতেন।

তাঁর মৃত্যুর পরও এই আখড়া বাউলদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে। আজও সেখানে লালনের গান পরিবেশন করা হয় এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষিত আছে।

লালনের মৃত্যু ও উত্তরাধিকার

১৮৯০ সালে লালন ফকিরের মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মৃত্যু তাঁর চিন্তাধারার সমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। বরং তাঁর দর্শন ক্রমে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

আজও বাংলার গ্রামবাংলা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর গান পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে লোকসংগীত গবেষক, শিল্পী এবং দার্শনিকরা তাঁকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

আধুনিক সমাজে লালনের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান যুগেও লালনের চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ; ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এখনো বিদ্যমান। সামাজিক বিভাজন কমেনি। মানবতাবাদী চিন্তার প্রয়োজন বেড়েছে। লালন আমাদের শেখান যে, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার মনুষ্যত্বে।

বাংলা সংগীত জগতে লালনের প্রভাব বিশাল। তাঁর গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু শিল্পী কাজ করেছেন। বাউল সংগীত আজ ইউনেস্কোর স্বীকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

আধুনিক বাংলা সংগীত, চলচ্চিত্র এবং নাটকেও লালনের দর্শন ও গান ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি দর্শন, একটি আন্দোলন এবং একটি মানবতাবাদী চেতনার নাম। তাঁর গান আমাদের শেখায়;ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে ভালোবাসতে, এবং নিজের ভেতরের সত্যকে খুঁজে পেতে।

লালনের দর্শন আজও আমাদের প্রশ্ন করে; আমরা কি সত্যিই মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি, নাকি পরিচয়ের আড়ালে বিভক্ত হই?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই সম্ভবত লালনের আসল শিক্ষা।

তিনি লিখেছেন

‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না
এই নজরে’

এই ধরনের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। লালনের দর্শনে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন, উচ্চ-নিম্ন শ্রেণির পার্থক্য এবং সামাজিক বৈষম্যকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

গানের ভাষা ও দর্শনের শক্তি

লালনের গান বাংলার লোকসংগীতের এক অনন্য ধারা। তার গানগুলো সহজ ভাষায় লেখা হলেও এর গভীর অর্থ দার্শনিক স্তরে পৌঁছে যায়। বাউল সংগীতের মাধ্যমে তিনি যে আত্মানুসন্ধানের কথা বলেছেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তার গানে দেহতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি মনে করতেন, মানবদেহই হলো সর্বোচ্চ সাধনার স্থান। বাহ্যিক আচার নয়, বরং অন্তরের জ্ঞান ও আত্মার উপলব্ধিই প্রকৃত মুক্তির পথ।

আধুনিক সময়ে লালন গবেষণা ও পুনর্মূল্যায়ন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লালন ফকিরকে নিয়ে একাডেমিক গবেষণা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার দর্শন নিয়ে গবেষণাপত্র লেখা হচ্ছে, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তার গান নিয়ে নতুন আয়োজন করছে, এবং ডিজিটাল মিডিয়ায় লালনের গান নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

বিশেষ করে ইউটিউব ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লালনের গান এখন বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের কাছে পৌঁছেছে। ফলে লালন এখন শুধু বাংলার আঞ্চলিক সাধক নন, বরং বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠছেন।

সামাজিক প্রভাব ও লালনের দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান সমাজে ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক অসাম্য এবং পরিচয়ের সংকট যখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়, তখন লালনের দর্শন নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তার মানবতাবাদী চিন্তা আজও মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়;আমরা কি সত্যিই মানুষকে তার মানবতা দিয়ে বিচার করি, নাকি পরিচয়ের লেবেল দিয়ে?

লালনের দর্শন শুধু অতীতের বিষয় নয়, বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি নৈতিক নির্দেশনা।

সাংস্কৃতিক অর্থনীতি ও লালন

লালনের গান এখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অর্থনীতির একটি অংশ। বিভিন্ন সংগীত শিল্পী, ফিউশন ব্যান্ড এবং সাংস্কৃতিক দল তার গানকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছে। এতে একদিকে যেমন লালনের দর্শন নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বাণিজ্যের একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

তবে এই বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। অনেকে মনে করেন, লালনের গভীর দর্শনকে শুধুমাত্র বিনোদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হলে তার মূল ভাব ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

লালন ফকির সম্পর্কে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব। তার জীবন নিয়ে লিখিত প্রামাণ্য দলিল খুব কম। ফলে গবেষকদের অনেক সময় মৌখিক ঐতিহ্য এবং লোককথার ওপর নির্ভর করতে হয়।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, লালনের দর্শন এবং গান বিশ্লেষণ করে তার চিন্তার গভীরতা বোঝার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এক জীবন্ত দর্শনের নাম লালন। তিনি কেবল একজন সাধক বা গীতিকার নন, তিনি একটি দর্শনের নাম। তার গান বাংলার সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি মানুষের চিন্তার জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আজকের বিশ্বে, যেখানে বিভাজন ও সংঘাত বারবার মানবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, সেখানে লালনের মানবতাবাদী দর্শন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তার গান আমাদের মনে করিয়ে দেয়;মানুষই সর্বোচ্চ সত্য, আর সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই জীবনের আসল সাধনা।

নিন্দা, নীরবতা ও মানবিক সম্পর্ক

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

মানুষের সভ্যতা যত এগিয়েছে, ভাষাও তত পরিণত হয়েছে। শব্দ বেড়েছে, অভিধানের কলরব মোটা হয়েছে, বাক্যের অলংকার জটিলতর হয়েছে; কিন্তু মানুষের ভিতরের সরলতা কি সত্যিই বেড়েছে? বরং অনেক সময় মনে হয়, ভাষা যত উন্নত হয়েছে, মানুষ তত বেশি আড়াল করতে শিখেছে নিজের প্রকৃত মুখ। কথাকে ব্যবহার করতে শিখেছে অস্ত্র হিসেবে, আবার কখনও বিষ হিসেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধারালো ছুরির আঘাত হয়তো শরীর ফালা-ফালা করে কেটে দেয়, কিন্তু কিছু-কিছু কথা আছে, যা মানুষের ভেতরের বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা আর সম্পর্ককে নীরবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সেই ক্ষতের দাগ বাইরে থেকে দেখা যায় না, অথচ ভিতরে-ভিতরে বহুদিন ধরে রক্তক্ষরণ চলতে থাকে।

মানুষ যখন একজনের সামনে বসে আর-একজনের কথা বলে, তখন সেই কথার ভিতরে শুধু তথ্য থাকে না। থাকে অভিমান, ঈর্ষা, হতাশা, অপূর্ণতা। কখনও বা নিছক বিনোদনের ক্ষুধা। আড্ডা বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতি। বিকেলে চায়ের কাপকে সঙ্গী করে, অফিসের করিডরে, পাড়ার মোড়ে, রাজনৈতিক মঞ্চে, এমনকি আত্মীয়স্বজনের পারিবারিক আসরেও; মানুষ অন্য মানুষের গল্প বলতে ভালোবাসে। সেই গল্পের ভিতরে কখনও হাসি থাকে, কখনও কটাক্ষ, কখনও সহানুভূতি, আবার কখনও থাকে অদৃশ্য বিষভান্ড।

এই বিষভান্ড খুব ধীরে কাজ করে। একবারে নয়। প্রথমে মানুষ ভাবে; তঞ তো শুধু একটু আলোচনা।দ তারপর আলোচনা হয়ে ওঠে বিচার। বিচার থেকে জন্ম নেয় সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্ত একদিন সম্পর্কের ভিতর জমাট বাঁধা বরফের মতো দূরত্ব তৈরি করে। অনেক সময় একজন মানুষ সরাসরি আর-একজনকে কিছু বলতে পারে না। সাহসের অভাব, সামাজিক ভদ্রতা, নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার ভয়; নানা কারণে সে নীরব থাকে। কিন্তু মানুষের ভিতরের অস্বস্তি চুপ করে থাকতে পারে না। তাই সে তৃতীয় কাউকে খুঁজে নেয়। এমন কাউকে, যে কথাটা পৌঁছে দিতে পারে। যেন সে নিজে কিছুই বলেনি, অথচ তার অসন্তোষের আগুন ঠিকই অন্যের ঘরে পৌঁছে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে; এই মানুষগুলো মুখোমুখি হলে আবার স্বাভাবিক আচরণই করে। হাসিমুখে সম্ভাষণ জানায়। কুশল জিজ্ঞাসা করে। একসঙ্গে বসে চা খায়। যেন কোনও অস্বস্তি নেই। যেন মনের ভিতরে কোনও অন্ধকার জমে নেই। মানুষের সামাজিক মুখোশ এত নিখুঁত যে অনেক সময় সত্যিকারের অনুভূতিগুলোকে আলাদা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের চরিত্রদের কথা মনে পড়ে। তাঁর লেখায় আমরা দেখেছি, মানুষ কখনও পুরোপুরি সাদা বা পুরোপুরি কালো নয়। প্রত্যেকের ভিতরে থাকে আলো আর অন্ধকারের সহাবস্থান। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা কাউকে ভালোবাসি, আবার একই সঙ্গে তার কিছু আচরণকে অপছন্দও করি। কাউকে সম্মান করি, কিন্তু তার সাফল্যে হিংসাও অনুভব করি। এই জটিল মানবিক মনস্তত্ত্ব থেকেই জন্ম নেয় পরনিন্দা, আড়াল, গোপন কথোপকথন।

কিন্তু কথারও তো এক নিজস্ব ভাগ্য আছে। একটি কথা যখন এক মুখ থেকে আর-এক মুখে যায়, তখন তা আর আগের মতো থাকে না। ভাষা বদলায়, স্বর বদলায়, অর্থ বদলায়। যে মানুষটি শুনছে, সে নিজের অভিজ্ঞতা, পক্ষপাত, রাগ বা মমতা মিশিয়ে কথাটাকে নতুন রূপ দেয়। ফলে যে কথা প্রথমে ছিল সাধারণ, তা পরে হয়ে ওঠে উত্তেজক। যে মন্তব্য ছিল সামান্য, তা পরে অপমান বলে মনে হয়। এ যেন গ্রামের সেই পুরোনো খেলার মতো; একজনের কানে ফিসফিস করে একটা বাক্য বলা হল, আর দশজন ঘুরে শেষে যখন তা ফিরে এল, তখন তার অর্থ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই খেলাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক। কারণ এখানে হারিয়ে যায় মানুষের বিশ্বাস। বিশ্বাস পৃথিবীর সবচেয়ে কোমল জিনিসগুলোর একটি। একবার ভেঙে গেলে তাকে জোড়া লাগানো যায় ঠিকই, কিন্তু সেই ফাটলের দাগ থেকে যায়। সম্পর্কের ভিতরে যখন কেউ শুনতে পায়; তেতামার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছেদ; তখন তার ভিতরে সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন জন্মায়। সত্যিই কি বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে? সামনে কিছু না বলে আড়ালে বলা হল কেন? আর এই প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে সম্পর্কের শিকড়ে পচন ধরায়। সমস্যা হল, মানুষ নেতিবাচক কথাকে খুব সহজে বিশ্বাস করে। কেউ যদি এসে বলে; তেতামার প্রশংসা করছিলেদ; আমরা হয়তো হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিই। কিন্তু যদি বলে; ‘তোমার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিল’; তখন আমরা মুহূর্তের মধ্যে তা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করি। মানুষের মন যেন স্বভাবগতভাবেই অন্ধকারের দিকে একটু বেশিই আকৃষ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই প্রবণতাকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে। এখন আর কথার যাত্রাপথ সীমাবদ্ধ নেই পাড়ার আড্ডা বা অফিসের ঘরে। এখন একটি মন্তব্য কয়েক সেকেন্ডে শত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। কেউ স্ক্রিনশট নেয়, কেউ নিজের ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়, কেউ অতিরঞ্জিত করে। শেষে মূল কথাটাই হারিয়ে যায়। শুধু রয়ে যায় উত্তেজনা আর বিভ্রান্তি।

একটা সময় ছিল, মানুষ চিঠি লিখত। অভিমান থাকলে অপেক্ষা করত। ভাবত। নিজের ভাষাকে বারবার সংশোধন করত। এখন মানুষ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার যুগে বাস করছে। রাগ হলেই পোস্ট, কষ্ট পেলেই স্ট্যাটাস, সন্দেহ হলেই পরোক্ষ ইঙ্গিত। ফলে সম্পর্কের ভিতরে নীরবতার যে পরিণত সৌন্দর্য ছিল, তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত দোষ কি শুধু কথার? না। অনেকটাই নির্ভর করে শ্রোতার উপর। যে মানুষটি অন্যের কথা শুনছে, তার দায়িত্বও কম নয়। সব কথা বহন করতে হয় না। সব কথা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীতে কিছু-কিছু কথা আছে, যেগুলো নীরবতার ভিতরেই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। কেউ যদি এসে অন্য কারও সম্বন্ধে তিক্ত কিছু বলে, তখন সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে সত্যি বলে ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। কারণ মানুষ রাগের মুহূর্তে এমন অনেক কথাই বলে, যা সে হয়তো সত্যিই বিশ্বাস করে না। ক্ষণিকের আবেগকে স্থায়ী সত্যি ভেবে নেওয়া সম্পর্কের প্রতি অবিচার। আজকাল মানুষের আরেকটি বড় সমস্যা হল; তারা শুনতে শেখেনি। সবাই বলতে চায়, কিন্তু শুনতে চায় না। ফলে কোনও সম্পর্কেরই গভীর বোঝাপড়া তৈরি হয় না। একজনের কথা অন্যজন সম্পূর্ণ শুনে ওঠার আগেই বিচার শুরু হয়ে যায়। আর সেই বিচার থেকেই জন্ম নেয় দূরত্ব। আসলে মানুষ নিজের ভিতরের নিরাপত্তাহীনতাকে ঢাকতে গিয়ে অন্যকে ছোট করতে চায়। কারও সাফল্য, জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা অনেকের ভিতরে অস্বস্তি তৈরি করে। তখন সরাসরি প্রতিযোগিতা করার সাহস না থাকলে শুরু হয় আড়ালের সমালোচনা। যেন অন্যকে খানিক নামিয়ে আনতে পারলেই নিজেকে বড় মনে হবে।

কিন্তু ইতিহাস বলছে, অন্যকে ছোট করে কেউ

কখনও সত্যিই বড় হতে পারেনি। বরং এতে নিজের ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণতাই প্রকাশ পায়। জীবনের সবচেয়ে পরিণত সম্পর্কগুলো সেইগুলোই, যেখানে মানুষ সরাসরি কথা বলতে পারে। যেখানে ভুল বোঝাবুঝি হলে তৃতীয় মানুষের প্রয়োজন হয় না। যেখানে কেউ কষ্ট পেলে বলতে পারে; ‘তোমার এই কথায় আমি আহত হয়েছি।’ আর অন্যজন বলতে পারে; ‘আমার ভুল হয়েছে।’

ক্ষমা চাওয়া দুর্বলতা নয়। বরং সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার এক বিরল শক্তি। কিন্তু আমাদের সমাজ মানুষকে ক্ষমার চেয়ে অহংকার বেশি শেখায়। ফলে মানুষ ভাঙতে শেখে, জোড়া লাগাতে শেখে না। এ কারণেই আজ এত সম্পর্ক ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত ও ভঙ্গুর। পরিবারে, বন্ধুত্বে, দাম্পত্যে, সহকর্মিতায়; সর্বত্র অদৃশ্য দূরত্ব বাড়ছে। মানুষ পাশাপাশি থেকেও আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা সরাসরি সত্যি কথোপকথনের ক্ষমতা হারাচ্ছে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার; পৃথিবীর সব কথা সবার জন্য নয়। কিছু কথা হচ্ছে মুহূর্তের আবেগ। কিছু কথা ক্ষণিকের হতাশা। আবার কিছু কথা নিছক ক্লান্তি। সেগুলোকে চিরন্তন সত্যি ভেবে নেওয়া ভুল। আবার সব কথা ছড়িয়ে দেওয়াও অপরাধের কাছাকাছি। কারণ একটি ভুলভাবে পৌঁছে যাওয়া বাক্য কখনও-কখনও বহু বছরের সম্পর্ক ধ্বংস করে দিতে পারে। মানুষের জীবনে শান্তি খুব দামি জিনিস। অথচ মানুষ সেটাকেই সবচেয়ে অবহেলা করে। সোনার গয়না কিনতে মানুষ অনেক হিসেব করে, কিন্তু মনের শান্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংযমটুকু শেখে না। অথচ সব কথা বলে ফেলাই পরিণত বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। অনেক সময় চুপ করে যাওয়াও এক গভীর মানবিকতা।

আমরা প্রত্যেকেই আসলে তিনটি জীবন নিয়ে বাঁচি। একটি সমাজের জন্য; যেখানে আমরা পরিপাটি, ভদ্র, নিয়ন্ত্রিত। একটি আমাদের প্রিয় মানুষদের জন্য; যেখানে আমরা কিছুটা আসল। আর তৃতীয় জীবনটি সম্পূর্ণ গোপন; যেখানে জমা থাকে আমাদের ঈর্ষা, ক্ষোভ, ভয়, অপূর্ণতা, অন্ধকার। অধিকাংশ গোপন কথার জন্ম সেই তৃতীয় জীবন থেকেই। তাই পৃথিবীতে সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। বিশেষ করে সেইসব কথা, যা মুখোমুখি বলা হয় না। কারণ সত্যিকারের সাহসী মানুষ আড়ালে নয়, সামনে এসে মাথা উঁচু করে কথা বলে। আর যে সম্পর্ক সত্যিই মূল্যবান, তাকে তৃতীয় মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে শেখে; কথার থেকেও মূল্যবান নীরবতা আছে। সব সত্যি উচ্চারণ করতে হয় না। সব ক্ষোভ প্রকাশ করতেই হবে এমন নয়। কিছু-কিছু সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শব্দের চেয়ে বেশি দরকার সংবেদনশীলতা, সংযম আর পরস্পরের প্রতি আস্থা। কারণ কথা একবার বেরিয়ে গেলে তার আর কোনও মালিক থাকে না। সে নিজের মতো পথ চলতে শুরু করে। আর সেই পথ অনেক সময় এমন অন্ধকার করিডরে গিয়ে পৌঁছয়, যেখান থেকে সম্পর্ক আর আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে না।

(মতামত ব্যক্তিগত)